প্রকাশনার ৮১ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ০৫ ◆ ১৪ - ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

তপস্যাকাল

তপস্যাকালের তাগিদ ও আত্মিক চিন্তাভাবনা

ভস্ম : অনুতাপ ও জীবন পরিবর্তনের আহ্বান

ঐশসেবক আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর সিএসসি'র সাথে একদিনের স্মৃতিকথা

বিশ্ব ভালবাসা দিবস

ভালবাসার রং

বসন্ত বাতাসে ভালবাসা

হে আলোকবর্তিকা তোমার জন্মশতবর্ষে তোমায় প্রণাম

প্রয়াত মতি ম্যাথিও পালমা (মাস্টার)
আগমন : ১৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯২১ খ্রিস্টাব্দ
প্রস্থান : ১৯ মে, ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ

প্রাণপ্রিয় বাবা,

আজ ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২১ খ্রিস্টাব্দ। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের এমনি একটি দিনে তুমি ঠাকুরমা ও ঠাকুর দাদার কোল আলো করে এ পৃথিবীতে এসেছিলে। তোমার আগমনে হেসেছিল সবাই, কেঁদেছিলে তুমি। আজ তুমি নেই একথা মনে হলেই আমাদের সবার হৃদয়মন কেঁদে ওঠে। আজ যদি তুমি বেঁচে থাকতে তোমাকে নিয়ে কত আনন্দ করতাম। চেয়েছিলাম তুমি যেন শতবছর বেঁচে থাক। তুমি ছিলে আমাদের জীবনে আলোর নিশানা। নানা ঘাত প্রতিঘাতে নিজে শিক্ষিত হয়েছ এবং সন্তান ও পরিবারের সবাইকে মানুষের মত মানুষ করেছ। শুধু নিজ পরিবারই নয় সমাজেও তোমার অবস্থান বহু উর্ধ্বে। তাই তো তোমাকে আজ শ্রদ্ধার সাথে সবাই স্মরণ করি। তোমাকে নিয়ে গর্ব করি। তুমি আমাদের গর্বের অবস্থানে রয়েছ। স্বর্গ থেকে আলো প্রদান করো যেন তোমার আলোকে আলোকিত মানুষ হিসেবে সমাজের মঙ্গল এবং কল্যাণের জন্য কাজ করতে পারি আজীবন।

মানব কল্যাণে তোমার সেবার জীবন সত্যিই সবার কাছে আজও স্মরণীয় ও বরণীয়। ধন্য তোমার পবিত্র জীবন। তোমার চলার পথ ছিল সহজ সরল। কোনদিনও নিজের জীবনে বড় হতে চাওনি। কিভাবে অন্যকে মর্যাদা দিতে হয়, সত্য পথে চলতে হয়, সৎ জীবন যাপন করতে হয় তাই ছিল তোমার আদর্শ। অন্যকে মর্যাদাদানে তুমি ছিলে সিদ্ধহস্ত। আধ্যাত্মিকতায় তুমি পরিপূর্ণ। মণ্ডলী ও সমাজ সেবায় তোমার অবদান অনস্বীকার্য। একজন আদর্শবান পিতার সন্তান হিসেবে আমরাও গর্বিত। তোমাকে শতকোটি প্রণাম।

তোমার অতি আদরের আমরা,

সুব্রত-রেনু, সিস্টার মেরী দীপ্তি এসএমআরএ, মনিকা-অনিল, কানন-স্টিফেন, দিলীপ-কনিকা
সিস্টার মেরী প্রণতি এসএমআরএ

ওগো দাদু,

প্রভাতের সূর্য যেমন সমস্ত কিছু তথা পুরো পৃথিবী আলোকময় করে তোলে, তোমার জন্ম ছিল ঠিক তদ্রুপ। তুমি ছিলে যেন সেই আলো, তোমার পদার্পণে যেন অন্ধকার ঘুচে গেলো। তোমার শিক্ষা, আদর্শ ও ন্যায়-নীতি পালনে তোমার একনিষ্ঠতা একটি শিক্ষিত সমাজের জন্ম দিয়েছে। জ্ঞানে-গুণে তুমি যেমন পারদর্শী ছিলে, তেমনি ধর্মীয় জীবনে তোমার বিশ্বস্ততাও ছিল সুগভীর। ধর্মীয় বিশ্বাসের জীবনে তুমি ছিলে ঈশ্বরপ্রেমী একজন মানুষ। তোমার শিক্ষাদানে অনেক নিরক্ষর মানুষ শিক্ষার আলো লাভ করেছে। তোমার সঠিক পরামর্শে অনেক ভগ্ন পরিবার মিলন, একতা ও শান্তিতে বসবাস করছে। তোমার ভালবাসার স্পর্শে অনেকে বেঁচে থাকার অনুপ্রেরণা লাভ করেছে। তোমার ধর্মীয় শিক্ষাদানে অনেকে সাক্রামেন্তীয় জীবনে প্রবেশ করেছে। তোমার আর্থিক সাহায্যদানে অনেকে স্বচ্ছলতায় জীবন যাপন করেছে। তোমার আতিথেয়তায় অনেকে যিশুর ভালবাসা লাভ করেছে। তোমার দৃষ্টিদানে অনেকে দুঃখময় জীবন থেকে আনন্দে জীবন যাপন করতে পারছে। খুব ছোট বেলায় তোমার সান্নিধ্য লাভের সুযোগ হয়েছিল আমাদের, যতটুকু তোমায় দেখেছি, তোমায় অনুভব করেছি, তা হয়ত ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। তবে এটুকু বলতে পারি, আমাদের সমস্ত প্রাপ্তিই তোমার কাছ থেকে পাওয়া। পারিবারিক জীবনে তুমি ছিলে যেন এক বটবৃক্ষের মতো, আমরা তোমার সুশীতল ছায়াতলে শান্তিতে ছিলাম। তোমার স্নেহময়, ভালবাসাময় শাসন সঠিক দিক নির্দেশনা পরামর্শ আমাদেরকে সুন্দরভাবে বেড়ে উঠতে সাহায্য করেছে। তোমায় প্রণাম।

তোমারই আদরের

শেলী-নুপুর, ঝুমা-ফেবিয়ান, ববি, মার্ভিন, জনি-জ্যোতি, মার্টিন-লিজা, লিমা-ডেভিড, টনি, সিস্টার মেরী জেনিফার এসএমআরএ, (মৃত) সানি ও শুভ্রা

বুড়া বাবা,

তোমাকে দেখিনি, শুনেছি অনেক কথা, অনুভব করি তোমার কার্যকলাপ। তোমার ত্যাগময় জীবন আমাদেরকে জীবনপথে এগিয়ে চলতে আলো দেখায়। তুমি ছিলে পথের দিশারী। মানুষকে তুমি নতুন পথের নিশানা দিয়েছ। তোমার আদর্শ হোক আমাদের চলার পথের পাথেয়। তোমার সুন্দর পবিত্র এবং আধ্যাত্মিক জীবন আমাদের চলার পথ সুগম করে তুলুক।

তোমার অতিস্নেহের-

জয়েস, ডিলেন, ভিয়ান,এথেনা, জোভানা, নাথান, ইথান, ড্যানিয়েলা, জিয়ানা ও জেইডাম

বিজ্ঞ/০২/২০২১

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮১, সংখ্যা : ০৫
১৪ - ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ
০১ - ০৭ ফাল্গুন, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
জ্যাষ্টিন গোমেজ

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
সংগৃহীত, ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫
E-mail : wklypratibeshi@gmail.com
Visit : www.weekly.pratibeshi.

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার
ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

দান ও ত্যাগেই প্রকৃত ভালোবাসার প্রকাশ

কাথলিক মণ্ডলীর পঞ্জিকা অনুসারে ১৪ ফেব্রুয়ারি পালিত হয় সাধু ভ্যালেন্টাইন এর পার্বণ। আর বর্তমান বিশ্বে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে দিবসটি পালিত হয় ভালোবাসা দিবস হিসেবে। ভালোবাসার উষ্ণতা অনুভবের দিন ১৪ ফেব্রুয়ারি বিশ্ব ভালোবাসা দিবস। মূলত প্রেমিক প্রেমিকার প্রেমকে উপজীব্য করে দিবসটির শুরু হলেও এখন তা সর্বজনীন ভালোবাসা দিবসের রূপ পরিগ্রহ লাভ করেছে। ভালোবাসার কোন সীমা ও রং নেই। সত্যিকারের ভালোবাসায় আছে ত্যাগ-তিতিক্ষা, আত্মদান আর উজাড় করে দেওয়ার সুতীব্র বাসনা । পাওয়ার চেয়ে দেওয়ার বাসনাই তাতে বেশি মূর্ত হয়ে ওঠে। এই বিশ্ব চরাচরে যা কিছু মহান, সত্য, সুন্দর ও কল্যাণকর তার মর্মমূলে রয়েছে সুমহান আত্মত্যাগ ও ভালোবাসার উজ্জ্বল প্রকাশ। মহান সৃষ্টিকর্তা প্রতিটি মানুষকে দিয়েছেন ঐশসত্তা ও বুদ্ধিবৃত্তি, যা দিয়ে মানুষের সর্বময় কল্যাণ করা যায়। কিন্তু মানুষের অহংকার, হিংসা, লোভসহ নানা পাপাচারের অশুভ আচরণে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলছে, সর্বত্রই কেবল অশান্তি।

বিশ্ব ভালোবাসা দিবস স্মরণ করিয়ে দেয় যে, ভালোবাসার শক্তি অপরাজেয়। এ শক্তি কল্যাণময়ী। এই শক্তি ত্যাগের মহিমায় সমুজ্জ্বল। প্রত্যেকের অন্তরেই এই শক্তি বিদ্যমান। ভালোবাসার এই শক্তি জাগিয়ে তুলে মন্দতাকে বিনাশ করতে হবে এবং শুভ শক্তিকে পথ করে দিতে হবে। ধ্বংসের সংস্কৃতিকে ত্যাগ করে মানুষ যেন ভালবাসার সংস্কৃতিতে দীক্ষিত হয়। খ্রিস্টযিশু ক্রুশের উপর আত্মোৎসর্গ করে বিশ্ব মানবতাকে সর্বোচ্চ ভালোবাসা উপহার দিয়েছেন।

পৃথিবীতে ভালোবাসার জন্য লক্ষ কোটি মানুষ তৃষ্ণার্ত। মৃত্যু-মুহূর্তে এই সেবা ও ভালোবাসাপূর্ণ সহায়তা পেয়ে তারাও শত কষ্টের মাঝে হাসিমুখে মরতে পারে যিশুরই মত। ভালবাসা দিবসে ভালোবাসার শুভ শক্তি আমাদের জীবন থেকে সমস্ত মন্দতা ও পাপময়তা দূরীভূত করে দিয়ে সর্বত্র কল্যাণ ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত করুক।

প্রায়শ্চিত্ত হলো বোধসম্পন্ন হওয়া। যা অনাদি-অনন্ত ও পারলৌকিক জীবনের সন্ধান দেয় তা খুঁজে পাওয়ার সাধনার সময় হলো এই প্রায়শ্চিত্তকাল। আত্মশুদ্ধি ও জীবন পরিবর্তনের মধ্যদিয়ে ঈশ্বর ও মানুষের সঙ্গে প্রীতির বন্ধন গড়ে তোলার বিশেষ সময় হলো এই প্রায়শ্চিত্তকাল। জীবনের সমস্ত ময়লা-আবর্জনা, পাপ-পঙ্কিলতা ঝেড়ে ফেলে পূত-পবিত্র হওয়ার উপযুক্ত সময় হলো তপস্যাকাল। তাই মাতামণ্ডলী তপস্যাকালের শুরুতে কপালে ছাই মেখে সকলকে এ জগতের অসারতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে নতুনভাবে জীবন শুরু করতে আহ্বান করে।

আমাদের আমিত্ব অনেক মন্দতার কারণ। দুইদিনের দুনিয়ায় কেনো আমি আমি করে আমাদের জগতটাকে গণ্ডিবদ্ধ করি! ভস্মের মধ্যে আমরা আমাদের পাপময় আমিত্বকে পুড়িয়ে ফেলি। ঈশ্বর ও মানুষের প্রতি প্রকৃত ভালোবাসা থেকে আমরা শক্তি পাবো আমিত্বকে ভস্মীভূত করতে।

অনেকে মনে করেন প্রকৃতির প্রতিশোধ এই করোনাভাইরাস মহামারি। লক্ষ-লক্ষ মানুষ আক্রান্ত হয়ে মারা যাচ্ছে। যারা আক্রান্ত অবস্থায় বেঁচে আছে, তাদের পাশে দাঁড়াবার, তাদের সান্ত্বনা ও সহায়তা দানের এই তো উপযুক্ত সময়। আসুন, আমরা নিজেরা পরিশুদ্ধ হই, ভালোবাসি মানুষসহ সমস্ত সৃষ্টিকে, ভালোবাসি প্রেমময় ঈশ্বরকে॥ †

'দয়ায় বিগলীত হয়ে যিশু হাত বাড়িয়ে তাকে স্পর্শ করে বললেন, হ্যাঁ, আমি ইচ্ছা করি। শুচীকৃত হও।' (মার্ক ১:৪১)

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

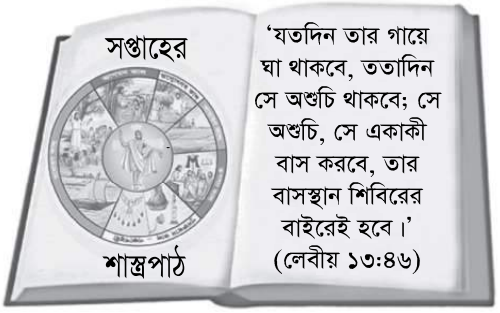

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ১৪ - ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

১৪ ফেব্রুয়ারি, রবিবার
লেবীয় ১৩: ১-২, ৪৫-৪৬, সাম ৩২: ১-২, ৫, ১১, ১ করি ১০: ৩১-- ১১: ১, মার্ক ১: ৪০-৪৫ ভ্যালেন্টাইনস্ ডে।

১৫ফেব্রুয়ারি, সোমবার
আদি ৪: ১-১৫, ২৫, সাম ৫০: ১, ৮, ১৬খগ-১৭, ২০-২১, মার্ক ৮: ১১-১৩

১৬ ফেব্রুয়ারি, মঙ্গলবার
আদি ৬: ৫-৮; ৭: ১-৫, ১০, সাম ২৯: ১-২, ৩কগ-৪, ৩খ, ৯খ-১০, মার্ক ৮: ১৪-২১, তপস্যাকাল

১৭ ফেব্রুয়ারি, বুধবার
ভস্ম বুধবার
যোয়েল ২: ১২-১৮, সাম ৫১: ৩-৪, ১০-১২, ১৫, ২ করি ৫: ২০-- ৬: ২, মার্ক ৬: ১-৬, ১৬-১৮

১৮ ফেব্রুয়ারি, বৃহস্পতিবার
২য় বিবরণ ৩০: ১৫-২০, সাম ১: ১-৪, ৬, লুক ৯: ২২-২৫

১৯ ফেব্রুয়ারি, শুক্রবার
ইসাইয়া ৫৮: ১-৯ক, সাম ৫১: ১-৪ক, ১৬-১৭, মথি ৯: ১৪-১৫

২০ ফেব্রুয়ারি, শনিবার
ভস্ম বুধবারের পরবর্তী শনিবার
ইসাইয়া ৫৮: ৯খ-১৪, সাম ৮৬: ১-৬, লুক ৫: ২৭-৩২

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

১৪ ফেব্রুয়ারি, রবিবার
+ ১৯৫৫ ফাদার পল জে. সি. সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৯৬ সিস্টার আর্থার ফেরী সিএসসি (ঢাকা)

১৫ফেব্রুয়ারি, সোমবার
+ ১৯৪৪ সিস্টার এম. বার্কম্যান এসএসএমআই (ময়মনসিংহ)
+ ২০০৩ ফাদার লুইজি পাসেতো পিমে (রাজশাহী)
+ ২০১৬ ফাদার অতুল এম. পালমা সিএসসি (ঢাকা)

১৬ ফেব্রুয়ারি, মঙ্গলবার
+ ১৯০০ ফাদার মসে পজ্জি পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯২৩ সিস্টার এম. পল অব দ্যা ইনকারনেশন টবিন সিএসসি
+ ১৯৫৩ ফাদার জন বি. ডেলোনী সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৯৩ ফাদার লুইজি কোরেরা পিমে (দিনাজপুর)

১৭ ফেব্রুয়ারি, বুধবার
+ ১৯৭৯ ফাদার জন কস্তা (ঢাকা)
+ ১৯৯৩ সিস্টার পল জুলিয়েট এসএএমআই (ময়মনসিংহ)
+ ২০০৭ মাদার কানিসিউস রাভেনেল্লে সিএসসি
+ ২০১১ বিশপ ফ্রান্সিস এ. গমেজ (ময়মনসিংহ)

১৮ ফেব্রুয়ারি, বৃহস্পতিবার
+ ১৯৩৬ সিস্টার এম. বার্কম্যান্স আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৮৪ সিস্টার মারী ভিয়ান্নী স্টোনস্ট্রিট সিএসসি
+ ১৯৯৪ ব্রাদার জেরাল্ড ক্রেগার সিএসসি (ঢাকা)

১৯ ফেব্রুয়ারি, শুক্রবার
+ ১৯৫৩ বিশপ জে. বি. আনসেলমো (দিনাজপুর)
+ ১৯৭৪ ব্রাদার লিও স্টোক্স এসএক্স (খুলনা)
+ ১৯৭৮ সিস্টার এম. ভিন্সেন্সিয়া এমসি

২০ ফেব্রুয়ারি, শনিবার
+১৯৯৭ সিস্টার পাস্কাল এসএসএমআই (ময়মনসিংহ)

প্রতিবেশী বড়দিন সংখ্যা - ২০২০

বড়দিন করতে নিজ গ্রামে চলে আসি ২৪ ডিসেম্বর। সারাবিশ্বের ন্যায় আমাদের দেশে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ এর কারণে যথারীতি স্বাস্থ্যবিধি মেনেই বড়দিনের মহা খ্রিস্টযাগে অংশ নেই। খ্রিস্টযাগের শেষান্তে ফাদার ঘোষণা দেন, তুমিলিয়া মিশনের প্রতিবেশীর গ্রাহকদের প্রতিবেশী বড়দিন সংখ্যা অফিস হতে যেন নিজ দায়িত্বে নিয়ে যায়। তখনই আমার মন চলে গেল কখন বাড়ীতে যাবো ও আমার প্রিয় প্রতিবেশী হাতে নিয়ে পড়বো। আমার জ্যাঠাতো ভাই বীর মুক্তিযোদ্ধা সুব্রত বনিফাস গমেজ আশির দশকে প্রতিবেশীতে কাজ করার সুবাদে আমাদের বাড়ীর প্রতি ঘরই প্রতিবেশীর নিয়মিত গ্রাহক। বাড়ীতে এসে একটু ফ্রেস হয়েই আমার জ্যাঠাতো ভাইয়ের ঘর হতে প্রতিবেশী বড়দিন সংখ্যা হাতে নিলাম। প্রথম দর্শনেই বড়দিন সংখ্যা আমার মন কেড়ে নিল। প্রচ্ছদ সাধাসিধার মধ্যে খুবই সুন্দর ও সাবলীল হয়েছে। কাগজের মানও খুব ভালো লাগলো। সম্পাদকের সম্পাদকীয় বার্তায় অনেক সুন্দর সুন্দর বার্তা পেলাম যা আমাদের বর্তমান সময়ে অনুশীলন করা ভীষণ প্রয়োজন। বাংলাদেশের খ্রিস্টমণ্ডলীতে প্রয়াত যে সকল ফাদার, ব্রাদারগণ প্রৈরিতিক কাজে নিজেদের উদারভাবে উৎসর্গ করেছেন তাদের স্মরণীয় ফ্রেমে ধরে রাখার মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের খ্রিস্টভক্তগণ অনেক কিছু জানতে ও শিখতে পারবে। পরমশ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ বিজয় এন ডি' ক্রুজ এর বাণী করোনাভাইরাসের মধ্যেও আমাদের সুন্দর প্রকৃতিকে রক্ষা করে সুন্দরভাবে মিলন ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে বেঁচে থাকার অনুপ্রেরণা দিবে বলে আশাবাদী।

প্রবন্ধের পাতায় সিস্টার মেরী হেনরীয়েটা এসএমআরএ লেখা বড়দিন বড় হবার দিন আমাদের আহ্বান জানায় আমরা যেন হৃদয়ে বড় হয়ে উঠি। ফাদার আলবাট রোজারিও বড়দিনের মজা পড়ে সতিই ভীষণ মজা পেলাম। আমাদের ছেলেবেলায় বড়দিন হতো সামাজিক বৈঠক আয়োজনে মিলনমেলায় যা আজ প্রায় বিলুপ্ত। কিন্তু নমস্য সিস্টার মেরী প্রফুল্ল'র লেখা বড়দিনের বৈঠক পরে অতীতের বৈঠকের অনেক স্মৃতি মনে পড়লো। খোলা জানালায় সুনীল পেরেরার লেখা বঙ্গ থেকে বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ, মুজিব জন্মশতবার্ষিকীর জন্য ও নতুন প্রজন্মের জন্য খুবই প্রয়োজনীয় লেখার জন্য ধন্যবাদ। অর্পা কুজুর-এর লেখা ধরিত্রী রক্ষায় আমাদের করণীয় কাজগুলো বাস্তবায়নে আসুন কাজ করি। যুব তরঙ্গে শিউলি পালমা বাংলাদেশের ওয়াইসিএস আন্দোলনের অনেক সুন্দর সহভাগিতা নতুনদের সমাজসেবায় আসার বড় অনুপ্রেরণা হবে। যুবতরঙ্গে আরও বেশি যুবক-যুবতীদের লেখা দেখার প্রত্যাশা করছি। মহিলাঙ্গণে অনীতা মার্গেট রোজারিও বন্ধুর পথে নারীকে এগিয়ে চলার সহভাগিতা নারী সমাজকে নতুনভাবে উদ্বুদ্ধ করে। তার কাছে মহিলাঙ্গণে প্রতিনিয়ত লেখা আশা করছি। এবারের বড়দিনের সংখ্যায় অনেক নতুন গল্পকারের গল্প পড়লাম। তারমধ্যে জ্যাকব ডি'রোজারিও'র বিয়ের পাত্র বেশ ভাল লাগলো। সুন্দর গল্পের জন্য শুভেচ্ছা। স্মৃতিচারণ পাতায় শ্রদ্ধেয় আলো ডি' রোজারিও (আলো দা) লেখা মানবসেবায় উৎসর্গীকৃত যে প্রাণ লেখায় শ্রদ্ধেয় নমস্য বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ ও মানবতাবাদী ফাদার টিম সিএসসি'কে নিয়ে স্মৃতিচারণ একদম সময় উপযোগী লেখা। এ লেখা হতে ফাদার টিমকে নতুন প্রজন্ম জানতে পারবে ফাদার টিম বাংলাদেশ মণ্ডলীতে যে বিশাল অবদান রেখে গেছেন তা ধরে রাখা ভীষণ প্রয়োজন। ছোটদের আসরে খোকন কোড়ায়ার রক্তের ঋণ ভীষণ সুন্দর হয়েছে। কবিতার পাতায় মার্শেল কান্টা'র শিশু যিশু খুব সুন্দর লাগলো। কিন্তু আমার মনে হয় বড়দিন সংখ্যায় কবিতার পাতায় আরো অনেক খ্যাতিমান কবিদের কবিতা থাকলে ভালো হতো।

সর্বোপরি এবারের করোনার বীভৎসতার মধ্যেও অনেক প্রতিকূলতা পেরিয়ে প্রতিবেশী বড়দিন সংখ্যা আমাদের হাতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অতি সুন্দরভাবে উপহার হিসেবে তুলে দেবার জন্য প্রতিবেশীর সম্পাদক, প্রতিবেশীর সকল ষ্টাফ, জেরী প্রিন্টিং-এর সকল স্টাফ, সকল বিজ্ঞাপনদাতা এবং সকল নমস্য লেখক-লেখিকাদের শ্রেষ্ঠ লেখার জন্য অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আসুন নতুন বছরে নিজে প্রতিবেশী পড়ি ও অন্যকে প্রতিবেশী পড়তে উৎসাহিত করি॥

দিলীপ ভিনসেন্ট গমেজ, মনিপুরিপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫

ফাদার তপন ব্লেইজ রোজারিও

সাধারণকালের ৬ষ্ঠ রবিবার

প্রথম পাঠ : লেবীয় গ্রন্থ ১৩:১-২,৪৫-৪৬
দ্বিতীয় পাঠ: করিন্থীয়দের কাছে সাধু পলের প্রথম পত্র ১০:৩১-১১:১
মঙ্গলসমাচার : ১:৪০-৪৫

১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে লণ্ডনের পিটার কপার নামে একজন বিখ্যাত ভায়োলিন (বেহালা) বাদক ফিনল্যান্ডের একটি বড় কনসার্টে বেহালা বাজানোর নিমন্ত্রন পান। উদ্যোক্তারা বাদককে সম্মান করে তাদের ২৮৫ বছরের পুরানো এবং ঐতিহ্যবাহী বেহালাটা বাজাতে দেন। এটি ইতালির বিখ্যাত কোম্পানি প্রায় ৮০ টুকরা কাঠ দিয়ে তৈরী করেছিল। তারা খুবই যত্নের সাথে এটা ব্যবহার করত। যাকে-তাকে স্পর্শ করতে দিত না।

পিটার কপার যখন মঞ্চে উঠছেন হঠাৎ বুকে কেমন ব্যথা অনুভব করলেন, ক্ষণিকের জন্য চোখ অন্ধকার হয়ে গেল, নিশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে গেল। তিনি পড়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে বেহালাটা ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। পিটার খুব হতাশ হয়ে লণ্ডনে ফিরে এলেন। পিটার ভাঙ্গা বেহালাটা মেরামত করার উপযুক্ত লোক খুঁজতে লাগলেন। চার্লস নামে একজন কারুশিল্পী ভাঙ্গা বেহালাটা ঠিক করতে রাজী হল। চার্লস দীর্ঘ সময় নিয়ে কাজ করে বেহালাটা ঠিক করলেন। কিন্তু তার চিন্তা বেহালাটা আগের মতো শব্দ হবে তো?

চালর্স পিটারকে বেহালাটা বুঝিয়ে দিলেন। বেহালা হাতে নিয়ে পিটারের বুক ধুক ধুক করছে। উপস্থিত সবাই বিস্মিত হয়ে গেল। কেউ বিশ্বাসই করতে পারছিল না। অরিজিনাল বেহালা থেকে আরো বেশি সুমধুর সুর বের হচ্ছিল। পরবর্তী কয়েক মাস পিটার এই বেহালা নিয়ে সারা বিশ্ব ঘুরে বেড়ালেন, দর্শক-শ্রোতার মন জয় করে নিলেন।

বেহালার এই ঘটনাটি আজকের মঙ্গল সমাচারকে আরো সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে।

যিশুর সময়কালে কুষ্ঠরোগী থেকে হতভাগা আর কেউ ছিল না। মানুষ ভয়ে দূরে থাকত, এই বুঝি তারও এই রোগ হলো। কুষ্ঠরোগীকে মানুষ সমাজের বাইরে পাহাড়, জঙ্গল বা মরুভূমির অর্থাৎ নির্জন স্থানে রাখতো বা থাকতে বাধ্য করতো, যেন তার থেকে অন্যদের এই রোগ না ছড়ায়। তারা হাতে ঘন্টা নিয়ে হাঁটতো আর জোরে জোরে বলত অশুচি অশুচি। এই ঘন্টাধ্বনি শুনে সুস্থ মানুষেরা বুঝত এই পথে কুষ্ঠরোগী আসছে,তারা অন্য পথ ধরে হাঁটত। আত্মীয় পরিজন কোন একটা নির্দিষ্ট স্থানে তাদের জন্য খাবার রেখে যেত আর তারা তা খেয়ে জীবন ধারণ করত। কুষ্ঠরোগীদের জীবন ছিল জীবন্ত নরক যেন। মানুষ তাদের ঘৃণা করত, পাপী মনে করতো। তাদের পাপের ফলেই যেন এই রোগ হয়েছে। কুষ্ঠরোগী নিজেও নিজেকে অপরাধী মনে করত। কিন্তু এই ব্যধি আসলে পাপের কারণে নয়।

সমাসঙ্গীত ৩১:১১-১২-এ উল্লেখ আছে

আমি আজ প্রতিপক্ষ সকলেরই অবজ্ঞাভাজন;
প্রতিবেশী মানুষের কাছে আমি যেন মহা বিভীষিকা।
যতবন্ধুজনের ভীতিপাত্র আমি;
আমাকে পথের মাঝে দেখে সকলেই দূরে সরে যায়।
সবার অন্তর থেকে আমি যেন মুছে গেছি মৃতদেরই মতন;
আজ আমার দশা যেন ফেলে দেওয়া পাত্রেরই মতন।

এই ধরণের এক জন কুষ্ঠরোগীর দিকে যিশু ভালবাসার হাত বাড়ালেন, তাকে স্পর্শ করলেন, সুস্থ করে তোললেন।

কুষ্ঠরোগীর ঘটনা এবং বেহালার ঘটনা আমাদের সবার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা বহন করে। আমাদের জীবনে এমন ঘটনা অনেকবার ঘটে।

বড় কোন দুর্ঘটনা আমাদের প্রচণ্ড আঘাত করে। খুব প্রিয়জনের মৃত্যু। খুব কাছের বন্ধুর বিশ্বাস ঘাতকতা। পিতৃ পরিচয়হীন কোন শিশুর জীবন। হঠাৎ করে পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তির চাকুরিচ্যুতি। কোন পরিবারের মা যদি নেশাগ্রস্থ, মাতাল হয়ে পড়ে।

এমন কোন ঘটনা যখন আমাদের জীবনে ঘটে আমরা দুঃখে-কষ্টে মানসিক- শারীরিকভাবে ভেঙ্গে পড়ি। আমরা ভিতরে ভিতরে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাই। কুষ্ঠরোগীও নির্জন স্থানে, একাকী দিনযাপন করতে করতে এমন অনুভূতির মধ্যে দিয়ে যায়। বেহালা বাদক পিটার বিখ্যাত সেই বেহালা ভাঙ্গার পর প্রায় একই রকম অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে সময় অতিবাহিত করেছে। ভয়, অপরাধবোধ কুঁড়ে-কুঁড়ে খেয়েছে।

এই দুটি ঘটনা আমাদের কি শিক্ষা দিচ্ছে?

উভয় ঘটনা আমাদের শিক্ষা দেয়- কোন দুর্ঘটনাই এতো ভয়াবহ নয় যে, আমাদের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাবে, আমরা আর কখনো ঘুরে দাঁড়াতে পারব না। প্রাকৃতিক কোন দুর্যোগই এমন ক্ষতির নয় যে আমরা আর কখনো পুনরুদ্ধার করতে পারব না। কোন দুর্বিপাকই এমন ধ্বংসাত্মক নয় যে আমরা আর কখনই সংগঠিত হয়ে, পূর্বের ন্যায় না হোক অন্য কোন ভাবেও শুরু করতে পারব না।

যখনই আমাদের মনে আসে যে জীবন শেষ, আমাকে দিয়ে আর কিছু হবে না- তখনই যিশুর দিকে তাকানো প্রয়োজন। কারিগড় যেমন ভাঙ্গা বেহালা সারিয়েছেন, যিশুও আমাদের ভগ্ন, চূর্ণ-বিচূর্ণ, ক্ষত-বিক্ষত জীবন সারিয়ে তুলতে পারেন। তিনি চাইলে আগের থেকে আরো সুন্দর, আরো উৎকৃষ্ট, আরো অর্থবহ জীবন অবশ্যই গড়তে পারেন।

অনেক বছর আগে সাত বছরের এক ছেলে একটি দুর্ঘটনায় পতিত হয়। ফলে তার একটি পায়ের ভীষণ ক্ষতি হয়। ডাক্তার বললেন, পা'টা কেটে ফেলতে হবে। এমন কথা শুনে তাদের এক আত্মীয় ছেলেটির মা'কে বলল, তোমার ছেলে তো সারা জীবনের জন্য পঙ্গু হয়ে গেল, জীবনে আর উঠে দাঁড়াতে পারবে না। মা ডাক্তারকে বার বার অনুরোধ করলো যেন ছেলের পা রক্ষা করা যায়। ডাক্তার বললেন, আপ্রাণ চেষ্টা করবেন ।

দুইবছর পর ছেলেটি ক্রাচ ছাড়া হাঁটতে চেষ্টা করতে লাগল, আর ধীরে-ধীরে সে সফল হলো। সে দৌড়াতে পারত না কিন্তু হাঁটতে পারত।

ছেলেটি স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে কলেজে গেল। কলেজে তার সহশিক্ষাকার্যক্রমের অংশ ছিল Track. অর্থাৎ ক্রীড়াপ্রতিযোগিতায় এক প্রকার দৌড়। পদচিহ্ন অনুসরণ করে হেঁটে যাওয়া। বার্লিন অলিম্পিকে ১,৫০০ মিটার ইভেন্টে ছেলেটি পূর্বের বিশ্ব রেকর্ড ভেঙ্গে ফেলল। পরবর্তী বছরে ইনডোর গেমে সে নতুন বিশ্ব রেকর্ড গড়ে ফেলল। যে ছেলেটি হাঁটতে পারারই কথা নয়, সেই আজ হাঁটা প্রতিযোগিতায় বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী।

সাধু পল করিন্থিয়দের কাছে পত্রে যা উল্লেখ করেছেন, ৪:৮-৯,১৬ "আমরা অবশ্য পদে পদেই দুঃখকষ্ট পেয়ে থাকি, কিন্তু তবুও অভিভূত হই না। আমরা দিশেহারা হই, কিন্তু নিরাশ হই না। নির্যাতিত হই, কিন্তু নিঃসহায় হই না। ভূপাতিত হই, কিন্তু বিনষ্ট হই না। সেইজন্যেই তো আমরা কোন-কিছুতেই ভেঙ্গে পড়ি না; বরং যদিও আমাদের বাইরের মানুষটা ক্রমশ ক্ষয়েই যাচ্ছে, তবুও আমাদের অন্তরের মানুষ কিন্তু দিনের পর দিন নতুন শক্তি লাভ করছে।"

রোমীয়দের কাছে পত্রে ৮:২৮ পদে তিনি বলেন, "আর আমরা তো জানি, যারা পরমেশ্বরকে ভালবাসে, তাঁর সঙ্কল্প অনুসারে আহূত যারা, তাদের মঙ্গলের জন্যে তিনি তাদের সব কাজেই সহায়তা করেন"

যিশু চাইলে, ঈশ্বর চাইলে সবই সম্ভব।

আজকের শাস্ত্রবাণীর মূল কথা এই - এমন কোন দুর্ঘটনা/ দুর্বিপাক নেই যা থেকে আমরা উদ্ধার পেতে পারি না, যেমন ভাঙ্গা বেহালা মেরামত সম্ভব হয়েছে।

এমন কোন অসুস্থতা নেই যা থেকে সুস্থ হতে পারি না, যেমন কুষ্ঠরোগী সুস্থ হয়েছে।

এমন কোন ট্রাজেডি নেই যা থেকে ঘুরে দাঁড়ানো সম্ভব না, যেমন দুর্ঘটনা কবলিত ছেলেটি বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী হয়েছিল। যিশু যদি আমাদের

(২১ পৃষ্ঠায় দেখুন)

তপস্যাকালের তাগিদ ও আত্মিক চিন্তাভাবনা

ফাদার নরেন জে বৈদ্য

"নিজেদের পোষাক নয় নিজেদের হৃদয়টাই ছিড়ে ফেল তোমরা" *(যোয়েল ২:১২)*। তপস্যাকাল আমাদের তপস্যাপরায়ন মনোভাব রাখতে, তপোময় জীবন-যাপন করতে ও তপস্যায় ব্যাপৃত হতে আহ্বান করে। প্রায়শ্চিত্তকাল হলো পুণ্য অর্জনের মোক্ষম ও আত্মশুদ্ধির সময়। আত্মশুদ্ধি বলতে বুঝানো হয় বিগত জীবনের ভুল ভ্রান্তি, অবহেলা, অসচেতনতা, অহংকার, লোভ, কাম ও ক্রোধ, হিংসা ইত্যাদির কবল হতে নিজেকে সংশোধন করা। আমরা রিপু তাড়িত, জাগতিকতার আসক্তিতে থাকি নিমজ্জিত। ঈশ্বর চান এই অবস্থা থেকে উঠে এসে তার সান্নিধ্যে থাকি। তাই মাতা মণ্ডলী আমাদের শরীর মন সংযত করতে বলেন। ইচ্ছাকে লাগাম লাগাতে বলেন। উপবাস হলো দেহ মন ও আত্মার পরিশ্রম। তপস্যাকালের তাগিদ হলো কথার, চিন্তার উপবাস করা।

বাইবেলের শিক্ষা অনুসারে ৪০দিন তপস্যা আত্মশুদ্ধি ও উপবাস

বাইবেলে ৪০ দিনের কথা উল্লেখ রয়েছে *: আদি পুস্তক ৭:১৭, ২য় বিবরণ ৮:২,৪, যাত্রাপুস্তক ১৪:১৮, যোনা ৩:৪, ১ রাজা ১৯:৮, মথি ৪: ১-১২*। বাইবেলের পুরাতন নিয়মে গণনা পুস্তকে- ১৯, জুডিথ- ৯, যোনা- ৩ অধ্যায়সমূহের ছাই ব্যবহারের কথা রয়েছে। ভস্মকে প্রায়শ্চিত্ত ও শুস্থিকরণের জন্যই ব্যবহার করা হয়েছে। চটের কাপড় পড়ে আর ছাই মেখে প্রায়চিত্ত করতে বসত আর গতি পাল্টাত *(মথি ১১ : ২১, লুক ১০:১৩)*

উপবাস বিষয়ে বাইবেলে উল্লেখ রয়েছে - যেমন : ১। **হান্না** : 'বছরের পর বছর এইভাবে চলতে লাগল; যতবার তাঁরা প্রভুর গৃহে যেতেন, ততবারই পেনিন্না আন্নাকে জ্বালা দিতেন; সেদিন আন্না কেঁদে ফেললেন, মুখে কিছুই দিতে চাইলেন না' *(১ সামুয়েল ১:৭)*। ২। **নহিমিয়** : 'এই কথা শুনে আমি বসে রইলাম, উপবাস করে ও স্বর্গেশ্বরের সামনে প্রার্থনা করে বেশ কিছু দিন ধরে শোক পালন যখন নির্বাসনে ছিল ঠিক তখনি তিনি জাতির মঙ্গলার্থে করলাম' *(নহেমিয় ১:৪)*। ৩। **রাণী ইষ্টের** : 'তখন ইষ্টের মোরদেকাইয়ের কাছে এই উত্তর দিয়ে বলে পাঠালেন, 'তুমি গিয়ে সুসায় উপস্থিত সমস্ত ইহুদীকে জড় করে আমার জন্য উপবাস কর; তিন রাত কিছুই খাবে না, কিছুই পান করবে না, আমার পক্ষ থেকে, আমি ও আমার দাসীরা একইভাবে উপবাস করে থাকব; তারপর আমি রাজার কাছে যাব, তা বিধান বিরুদ্ধ হলেও যাব; আর যদি আমাকে বিনষ্ট হতে হয়, হব!' *(এস্তার ৪:১৫-১৬)*। ৪। **এলিয়:** 'এলিয় চল্লিশ দিন চল্লিশরাত হেঁটে চলে পরমেশ্বরের পর্বতে সেই হেরোবে এসে পৌছেলেন' *(১ রাজাবলী ১৯:৮)*। এলিও যখন মৃত্যুর মুখোমুখি তখন ঈশ্বরের পরামর্শ মত তিনি চল্লিশ দিন ও রাত উপবাস করেছিলেন। ৫। **দানিয়েল:** 'আমি উপবাস পালনে চটের কাপড়ে ও ছাই মেখে প্রার্থনা ও মিনতি করতে করতে প্রভু পরমেশ্বরের দিকে মুখ ফেরালাম' *(দানিয়েল ৯:৩)*।

কর তপস্যা অনুক্ষণ অনুতপ্ত কর মন- এই নীতি বাক্যের অর্থ কি?

'দুর্জন ত্যাগ করুক তার পথ, অধার্মিক তার যত অপভাবনা, তারা ভগবানের কাছে ফিরে

আসুক' *(ইসাইয়া ৫৫:৭)*। তোমরা অসৎ কাজ আর কর না বরং সৎ কাজ করতেই শিখো; কোথায় ন্যায়ের পথ তারই খোঁজ কর' *(ইসা ১: ১৬-১৭)*। পাপের ভারে বিশ্ব যেন জর্জরিত, ক্ষতবিক্ষত, ভারাক্রান্ত। আমাদের নীতি বিষয়ে অনীহা রয়েছে। আমরা সৌন্দর্য চেতনায় দূর্বল। পবিত্রতাবোধে ঘাটতি রয়েছে। বর্তমান বাস্তবতায় জীবনের পরিচ্ছন্নতা, জীবনকে গুছিয়ে আনার প্রচেষ্টা কম। মানুষ, সমাজ ও দেশের মধ্যে বেড়েছে অনেক কিছু যা লোমহর্ষক, অনৈতিক, অসামাজিক, অস্বাভাবিক, নীতিবিরুদ্ধ, পাপময়। দেহ + মন + আত্মা নিয়েই মানুষ। আধ্যাত্মিক জীবনটাকে সুন্দর করে রাখার জন্য প্রয়োজন প্রায়শ্চিত্ত। আধ্যাত্মিক সচেতনতা লাভের জন্য প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন। এ মাটির ধরায় যতোদিন মানুষ থাকবে ততোদিন আত্মশুদ্ধির প্রয়োজন হবেই। ভাল মন্দের সাথে সংগ্রাম করেই মানুষ টিকে আছে। বেঁচে থাকার প্রয়োজনেই মানুষের প্রতিদিনকার সংগ্রাম ও শুদ্ধ পবিত্র জীবন। তপস্যাকালের তাগিত হলো নিজের আধ্যাত্মিক, সামাজিক, নৈতিক জীবনের মূল্যায়ণ করে নূতন করে জীবনযাত্রা শুরু করা। শয়তান বিরামহীনভাবে সারা জীবনই মানুষকে পাপের পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করে থাকে। প্রয়োজন অনবরত সর্তক।

তপস্যাকালের তাগিদ - মন পরিবর্তন ও শুদ্ধ অন্তর

৩ টা R . R = Return, R= Repent, R = Reform.. "তোমরা মন ফেরাও: তোমরা মঙ্গলসমাচারে বিশ্বাস কর" *(মার্ক ১: ১৫)*। তপস্যাকালের আহ্বান হলো মন পরিবর্তনের আহ্বান। মন পরিবর্তনের ২টি দিক রয়েছে ঈশ্বরের নিকট থেকে দূরে যাওয়া - ঈশ্বরের দিকে ফিরে আসা। (The repentance call has two aspects – turn way and turning to). তপস্যাকাল আমাদের আহ্বান। জানায় জীবনটাকে সাজিয়ে গুছিয়ে ঈশ্বরের খুব কাছে আসা ও তাঁর পথে বিচরণ করা। (May the Season of Lent lead us closer to God and His ways).

মনপরিবর্তন মানে নিজের দিকে ফিরে তাকানো, ভাই মানুষের দিকে ফিরে তাকানো, ঈশ্বরের দিকে ফিরে তাকানো। "তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুকে ভালবাস, তাঁর সমস্ত পথে চল, তাঁর আজ্ঞাগুলি পালন কর? তাকে আকড়ে ধর, সমস্ত হৃদয় দিয়ে ও সমস্ত প্রাণ দিয়ে তার সেবা কর" (যোশুয়া ২২:৫)। এই তপস্যাকালে নিজেদের প্রশ্ন করি (Lent is time for us to question ourselves) : আমাদের জীবনে প্রলোভনগুলো কি কি? (What are your temptations) আমরা কিভাবে প্রলোভনের মুখোমুখি হচ্ছি? (How do you respond?) আজকাল যাপিত জীবনে কি কি প্রলোভনের অভিজ্ঞতা করছি? (What temptations are we experiencing these days ?) আমাদের প্রিয় প্রলোভন কি যা আমাদেরকে অপরাধ পাপের দিকে চালিত করে? (What are our favorite temptaions, the ones that always torture and lead us to sins and trespass ?) বিভিন্ন ধরণের প্রলোভনে আমরা পড়ে থাকি যেমন - ক্ষমতা, ধন-সম্পদ টাকা পয়সা, যশ-খ্যাতি, অহংকার, স্বার্থপরতা ইত্যাদি। (We experience tempations of various kinds throughtout our lives. Such temptations can be the flesh. Power and wealth, prestige, comfort, pride and selfishness.)

মানুষের মন তো ডাস্টবিন নয় যেখানে থাকবে রাগ ঘৃণা হিংসা, বরং মানুষের মন টা হলো একটা ভান্ডার বক্স যেখানে থাকবে ভালবাসা, সুখ ও শুভস্মৃতি চিন্তা।

উপসংহার

পাপ স্বীকারের পরও জীবন পরিবর্তন হয় না কেন? আমরা কি তা লক্ষ্য করছি? দিনের পর দিন একই পাপ করে আসছি কেন - একটু ভেবে দেখি। পাপের শিকড় যতদিন না বের করি, ততদিন জীবন পরিবর্তন হবে না। অদৃশ্যমান শিকড় থেকে বহু শাখা প্রশাখা বের হয়। বিবেক পরীক্ষা করি এই আত্মশুদ্ধিকালে। আমি কি মন্দত্বের স্রোতে নিজেকে নিমজ্জিত করি? আমি কি ন্যায়পরায়ণতার পক্ষে অবস্থান করি? আমি কি অন্যায্য প্রাপ্তির জন্য লালসায় নিজেকে

ভস্ম : অনুতাপ ও জীবন পরিবর্তনের আহ্বান

ফাদার প্রশান্ত এল গমেজ

ভস্ম বুধবার পালনের মধ্যদিয়ে শুরু হয় মণ্ডলীতে চল্লিশ দিনব্যাপী তপস্যা বা প্রায়শ্চিত্তকাল। ভস্ম মানে ছাইয়ের গুড়া। ললাটে ধারণ করা হয় এই ছাই। বাইবেলের পুরাতন নিয়মে এই ছাই বা প্রায়শ্চিত্ত উপকরণের অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। পবিত্র শাস্ত্রে যোনার বাণীতে তিনি ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত হলেন নিনিভিবাসীদের কাছে, মন ফেরাও, মন পরিবর্তন কর। পাপে নিমজ্জিত নিতিবাসীরা, যোনার ঐশবাণী প্রচারে মন পরিবর্তন করেছিলেন নিনিভিবাসীরা। ধনী, গরীব, ছোট ভাই সকলে যোনার কথায় বিশ্বাস করে তারা চটের ছেঁড়া কাপড় পড়ে, ছাইয়ের উপর বসে, ছাই মেখে উপবাস, প্রার্থনা করে ক্রন্দন করে ঈশ্বরকে ডেকেছিলেন আর তাদের মিনতিতে কর্ণপাত করেছিলেন, ঈশ্বর তাদের সমস্ত পাপের কালিমা থেকে মুক্ত করলেন, প্রাণে বাঁচালেন, রক্ষা করলেন, নিনিভিবাসীরা ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেলেন। নিনিভিবাসীদের প্রতি ঈশ্বরের করুণা, ভালোবাসা ও ক্ষমা পেয়ে মন পরিবর্তন করল। ছাই উপকরণ ভূমি কর্ষণ ও উর্বরতা শক্তির একটি সার। জমির ফসলাদি বৃদ্ধির একটি উপকরণ। জমিতে কৃষকরা ছাই ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু মণ্ডলীতে এই ভস্ম বা ছাই মানুষের অধ্যাত্মিকতার ফলপ্রসূতা দান করে। যদিও এটি একটি বাহ্যিক চিহ্ন যা ললাটে ধারণ করা হয়। হে মনাব, স্মরণ রেখো, তুমি ধূলিতে মিশে যাবে। ধূলির মানুষ ধূলিতে পরিবর্তন হবে। ধূলির মানুষ ধূলিতে পরিণত হবে। অর্থাৎ সময়সন্নিকট, মন ফেরাও, জীবন পরিবর্তন করো। আসলে ভস্ম আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়, গভীর প্রার্থনা, উপবাস, দয়া ভিক্ষার কাজ অনুশীলন করে সততার পথে ফিরে আসতে। আত্মার মঙ্গল সাধন করা। পুনর্মিলন সাক্রামেন্ত গ্রহণ করা, মন পরিবর্তন মানে জীবন পরিবর্তন, কু-অভ্যাস, কু-কাজ ত্যাগ করা, হিংসা অহংকার, ভোগ বিলাস ত্যাগ করা, অন্যের নেগেটিভ সমালোচনা থেকে দূরে থাকা, ঝগড়া মনোমালিন্যতা কমানো, অন্যের ক্ষতি না করে অন্যের মঙ্গল কামনা করা, সৎ পরামর্শ দেওয়া অন্যকে, নিজেও সৎ পথে চলা, সদাচরণ, সৎ মনোভাব পোষণ করা, অন্যের প্রতি বিরোধী মনোভাব থেকে সত্যের ও সুসম্পর্ক জীবন-যাপন করা, ক্ষমাদান, ভাইয়ে ভাইয়ে সুসম্পর্ক রাখা। বর্তমানে জমি জমা নিয়ে অনেক বিরোধ চলছে, খুন মামলা আর কত কি! অন্যের ঘাড়ে দোষ না চাপানো, সংশোধন করে নিজেকে আরো গভীরভাবে চেনা। আত্মমূল্যায়ন, আত্মসচেতন, পাপ সংহার করা, অনুতপ্ত হওয়া, পাপস্বীকার সংস্কার গ্রহণ করে ঈশ্বরের দিকে ফিরে আসার সময় এই প্রায়শ্চিত্তকাল। উপবাস, প্রার্থনা, দয়া ভিক্ষার অনুশীলন করা অধ্যাত্মিক মঙ্গল আনয়ন করা। ঝগড়া, বিরোধ, মিথ্যাচার, ব্যাভিচার, হিংসা, প্রলোভন, ত্যাগ করার অঙ্গীকার। অন্যের দোষ না খোঁজা, আত্মমূল্যায়ন, নিজেকে সংশোধন করা, খারাপ আচরণ থেকে দূরে থাকার সময়। আমি ভাল হতে চাই, আমি পবিত্র মানুষ হতে চাই এই ব্রত উচ্চারণ, নিজেকে ঈশ্বরের দিকে তুলে ধরা। অনেক মানুষ আছে যারা পাপস্বীকার তো দূরের কথা, গির্জায় যায় না বছরের পর বছর। শিক্ষিত সমাজে এই মনোভাব অহরহ লক্ষ্য করা যায়। তাদের চাই চাকুরী, টাকা উপার্জন, অর্থায়ন, ঐশ্ব সম্পদের প্রতি আসক্ত না হয়ে ধন-সম্পদ আমোদ প্রমোদে জীবন কাটানো। আমি বাস্তবতা নিরীক্ষণ করে জরীপ করেই কথা বলছি। বাস্তবতার জীবন কঠিন ও চ্যালেঞ্জপূর্ণ ঝুঁকি। মানব দেহ হবে ধূলিসাৎ, হে মানব স্মরণ রেখো ধূলিতেই মিশে যাবে। তখন কোথায় যাবে এই বাড়ি, গাড়ি, ঐশ্বর্য সম্পদ, বাগান বাড়ি, অট্টালিকা, ধন-সম্পদ, মান অহংকার। বিদ্যা ভয়ংকর অহংকার ডেকে আনে। সময় সন্নিকটে, সময় নাইরে, এই ভবপারে চলে যেতে হবে। তাই বলছি, এই ভস্ম শুধুমাত্র বাহ্যিক অনুষ্ঠানই নয়, বরং পাপ-সচেতন, আত্ম মূল্যায়ন, সৎ ইচ্ছা, সৎ মানুষ ও পবিত্র মানুষ হওয়ার সময়। লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু! আজ এই ভস্ম ছাই আমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে, মঙ্গল সমাচারে বিশ্বাস করো, ঈশ্বরের দিকে তাকাও। পার্থিব ভোগ ক্ষণস্থায়ী আনন্দ দিতে পারে, দিতে পারে না স্বর্গসুখ। তাই এই প্রায়শ্চিত্তকাল আমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে, উপবাস, প্রার্থনা ও দয়ার মনোভাব নিয়ে জীবনকে একটু তলিয়ে দেখা। ব্যাস্ততার মাঝে চিন্তা করো, ধ্যান কর, পরকাল নিয়ে, আত্মশুদ্ধি হবে। অনেকে ধর্মের নাম শুনলে দুর-দুর করে এমনও অবিশ্বাসী মানুষ আছে। তাই বলি সময় সন্নিকট। অনেকে ব্যক্তিগত, সমাজে অসামাজিক জীবন যাপন করছে, মন পরিবর্তনের কোন লক্ষণ দেখাচ্ছে না, পাপ অপরাধ করে চলছে এই অপরাধ জগত। তাই যিশু নিজেই আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন, আত্মশুদ্ধির চিহ্ন হিসেবে জর্দান নদীতে দীক্ষস্নাত হয়ে আদর্শ দেখিয়েছেন, যেন আমরা দীক্ষাস্নাত হই, মন পরিবর্তন করে ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র, পবিত্র মানুষ হতে পারি। আত্মসচেতন হয়ে উঠি, পাপময় জীবন ত্যাগ করে পবিত্র হতে পারি। পুনর্মিলন সাক্রামেন্ত গ্রহণ করে নির্মল হতে পারি॥ ❑

ভস্ম বুধবার

গৌরব জি পাথাং

ভস্ম বুধবার
নিজেকে মুক্ত করার
সকল পাপ কালিমা হতে
কপালে ভস্ম মেখে কৃচ্ছ-সাধনাতে
প্রার্থনা, উপবাস আর দানে
সঁপিতে নিজেকে যিশুর চরণে।

ভস্ম বুধবার
জীবনকে নতুন করে সাজাবার
জীবন সাজাতে পুণ্য বসনে
প্রার্থনা, উপবাস আর দানে
এগিয়ে চলি ক্রুশ নিয়ে
কালভেরীর পথে তীর্থযাত্রী হয়ে
ভস্ম বুধবার
মনকে পাপ হতে ফেরাবার।
ভস্ম বলে-ওহে মানব তুমি ধুলিমাত্র
আবার ধূলিতেই মিশে যাবে
টাকা-পয়সা, ধন-দৌলত পেয়ে
যদি আত্মা হারাও কি লাভ হবে?
তাই ভস্ম মেখে
ত্যাগের পথে
চল্লিশ দিনের যাত্রা শুরু করেছি
কাঁধে ক্রুশ নিয়ে যিশুর সঙ্গে চলেছি
জানি, কালভেরীর পথ সে তো বন্ধুর পথ
কালভেরীর পথ সে তো কষ্টের পথ
কালভেরীর পথ সে তো কণ্টকময়
কালভেরীর পথ সে তো বড় জ্বালাময়
তবুও যেতে হবে কালভেরীতে
তবুও যেতে হবে জীবন পথে।

ভালোবাসার রং

ব্রাদার মার্টিন বিশ্বাস

১৪ ফেব্রুয়ারি বিশ্ব ভালোবাসা দিবস জেনে কিংবা না জেনে, কখনো বা হুজুগে মেতে আমরা কম বেশি ভালোবাসা দিবস পালন করি। তবে এ কথা সত্য যে ভালোবাসার জন্য কোনো একক দিবসের দরকার হয় না। ভালোবাসা ছাড়া কি কোনো দিবস, কোনো রজনী পাড়ি দেওয়া সম্ভব? মা-বাবা সন্তানকে-সন্তান মা-বাবাকে, প্রেমিক প্রেমিকাকে-প্রেমিকা প্রেমিককে, স্বামী স্ত্রীকে-স্ত্রী স্বামীকে, সহোদর সহোদরকে, বন্ধু বন্ধুকে, স্বজন স্বজনকে, প্রিয় প্রিয়াকে ভালোবাসবে, ভালোবাসবে ক্ষণে ক্ষণে প্রতিক্ষণে-এটাই স্বাভাবিক। তারপরেও মানবজীবনে এই স্বাভাবিকতা স্বাভাবিক থাকে না। তাই ভালোবাসার ছন্দপতন হয় তবে সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য আকারে, ইঙ্গিতে, নিঃশব্দে কিংবা শব্দমালায় মানবজীবনে ভালোবাসার ছন্দমালা খুবই জরুরি। সংস্কৃতি-ভেদে ভালোবাসা প্রকাশে, ছন্দে ভিন্নতা রয়েছে-তবে ভালোবাসা শূন্য সংস্কৃতি নেই, ভালোবাসা ছাড়া কোনো দিবসও নেই, তাহলে কেন এ একক ভালোবাসা দিবস?

ভালোবাসা দিবসের যাত্রা নিয়ে অনেক তত্ত্ব রয়েছে একটি তত্ত্ব মতে ভালোবাসা দিবসের জন্ম প্রাচীন রোমান উৎসব 'লোপারকেলিয়া'কে কেন্দ্র করে যা ফেব্রুয়ারি মাসের ১৪ তারিখে উদ্‌যাপন করা হতো। রোমানরা নারী ও বিবাহের দেবতা যোনোর সম্মানে এ উৎসব পালন করত। এ দিনে অবিবাহিত নারীরা চিরকুটে ভালোবাসার নোট লিখে কলসের মতো একটা জারে রাখত যাকে বলা হতো বিলেটস। তারপর অবিবাহিত ছেলেরা সে জার থেকে চিরকুট তুলত। সে চিরকুটে যে মেয়ের নাম থাকত ছেলেটি তার সন্ধানে বের হতো। ছেলেটি ওই নাম তার শার্টে এক সপ্তাহ লিখে রাখত এবং লোকজনকে তার ভালোবাসার মানুষের নাম জানান দিত। কারণ রোমানরা মনে করত নিজের অনুভূতিকে অন্যের কাছে প্রকাশ করতে কোন লজ্জা নেই।

পবিত্র বাইবেল এ সাধু পৌল ১ম করি *(১৩: ৪-৬)* বলেন "ভালবাসা ধৈর্য ধরে, ভালবাসা দয়া করে, ভালবাসা ঈর্ষা করে না, অহঙ্কার বা গর্ব করে না, ভালবাসা কোন অভদ্র আচরণ করে না, ভালবাসা স্বার্থ-সিদ্ধির চেষ্টা করে না, কখনও রেগে ওঠে না, অপরের অন্যায় আচরণ মনে রাখে না, ভালবাসা কোন মন্দ বিষয় নিয়ে আনন্দ করে না, কিন্তু সত্যে আনন্দ করে, ভালবাসা সব কিছুই সহ্য করে, সব কিছু বিশ্বাস করে, সব কিছুতেই প্রত্যাশা রাখে, সবাইকে ধৈর্যের সঙ্গে গ্রহণ করে ভালবাসার কোন শেষ নেই, আর এই অমর ভালোবাসাই আমাদেরও অমরত্বের দিকে ধাপিত করে।

ভালোবাসা দিবস নিয়ে কিছু তত্ত্ব প্রচলিত আছে যা রোমান সম্রাট ক্লডিয়াস- দুই ও ভ্যালেন্টাইন নামক একজন পুরোহিতের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। রোমান সম্রাট ক্লডিয়াস-দুই সকল বিবাহ নিষিদ্ধ করেছেন কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন অবিবাহিত পুরুষেরা সৈনিক হিসেবে উত্তম। তার ধারণা মতে সংসার না থাকার কারণে অবিবাহিত পুরুষেরা যুদ্ধে মনোযোগ দিতে পারবে এবং পিছুটান না থাকায় সহজে জীবন উৎসর্গ করতে পারবে। ভ্যালেন্টাইন নামক একজন পুরোহিত সে নিয়ম ভঙ্গ করে গোপনে ফেব্রুয়ারি মাসের ১৪ তারিখে এক জুটির বিবাহ সম্পন্ন করেছিলেন। আর এ কারণেই ফেব্রুয়ারি মাসের ১৪ তারিখ ভ্যালেন্টাইন দিবস হিসেবে পালন করা হয়।

ভ্যালেন্টাইন দিবস নিয়ে অন্য আরেকটি ধারণা প্রচলিত আছে - খ্রিস্টীয় প্রথম দিকে শিশুদের দেখা হতো শয়তানের প্রতিচ্ছবি হিসেবে। সে সময়ে মনে করা হতো মানুষ পাপ করে বলে শিশু হয়ে জন্ম নেয়। আর এ কারণে সে সময়ে শিশুদের সঙ্গে খুব নির্মম ব্যবহার করা হতো। কিন্তু ভ্যালেন্টাইন নামক একজন পুরোহিত শিশুদের সঙ্গে বন্ধুসুলভ ছিলেন আর এ কারণে রোমানরা তাকে কারাগারে অবদ্ধ করে। ভ্যালেন্টাইনের এক শিশুবন্ধু সে সময়ে তাকে কারাগারের জানালা দিয়ে চিঠি আর নোট প্রদান করত। ভ্যালেন্টাইন ডে-তে কার্ড প্রদানের যে প্রচলিত রীতি তার কিছুটা ব্যাখ্যা এ তত্ত্ব থেকে খুঁজে পাওয়া যায়। তবে অধিকাংশ খ্রিস্টীয় গল্প অনুযায়ী রোমানরা ভ্যালেন্টাইনকে মেরে ফেলেছিল ২৬৯ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের ১৪ তারিখে। আর এ কারণেই ফেব্রুয়ারি মাসের ১৪ তারিখ ভ্যালেন্টাইন দিবস হিসেবে পালন করা হয়।

আঠারো শতকের আগে ভ্যালেন্টাইন ডে-তে হাতে হাতে কার্ড বিনিময় করা হতো কারণ সে সময়ে চিঠি পোস্ট করা ছিল অনেক ব্যয়বহুল। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের কারণে অনেক কম খরচে চিঠি পোষ্ট সম্ভব হয় এবং ভ্যালেন্টাইন ডে-র কার্ড বিনিময়ের তখন বাণিজ্যিক প্রসারতা পায়। তবে এ সময়ে কিছু কিছু দেশ ধর্মীয় ও সামাজিক শোভনীয়তার কারণে ভ্যালেন্টাইন ডে-কার্ড বিনিময় নিষিদ্ধ করে। সে সময়ে আমেরিকার শিকাগোর পোষ্ট অফিস ২৫ হাজারেরও বেশি কার্ড প্রত্যাখ্যান করেছিল কারণ ওই কার্ডগুলো অশোভনীয় ছিল এবং তা আমেরিকার চিঠি বহনকারী বাহনে নেবার মতো মাপ ছিল না।

১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে ম্যাসাচুসেটসের ওরচেস্টার নামক শহরে এস্টার এ হাওল্যান্ড নামক এক আমেরিকান ব্যবসায়ী প্রথম ভ্যালেন্টাইন ডে-কে বাণিজ্যিকভাবে উদ্‌যাপন করেন। ভ্যালেন্টাইন ডে-কে কেন্দ্র করে তার এ ব্যবসায় লাভ হয়েছিল এক লাখ ৩০ হাজার মার্কিন ডলার। বর্তমানে আমেরিকায় দুই হাজারেরও বেশি প্রকাশনা থেকে ভেলেন্টাইন ডে-কার্ড ছাপানো হয়। তবে শুধুমাত্র হলমার্কের এক হাজার ৩৩০ ধরনের ভ্যালেন্টাইন ডে-নিয়ে প্রকাশিত কার্ড আছে জেনে প্রতিবছর গড়ে এক বিলিয়ন ভ্যালেন্টাইন ডে-কার্ড বিনিময় হয় যা ভ্যালেন্টাইন ডে- কে দিয়েছে বড় দিনের পর দ্বিতীয় বৃহত্তর উৎসবের মর্যাদা।

পরিশেষে, ভালোবাসা কথাটি আমরা শুনলেই প্রফুল্ল হয়ে উঠি, আমাদের চিত্ত জাগ্রত হয়, হৃদয় নেচে ওঠে এক অজানা আনন্দে। 'ভালোবাসা' কথাটি ছোট হলেও এর অর্থ কিন্তু ব্যাপক "ভালো" অর্থ মঙ্গল এবং "বাসা" অর্থ কামনা করা বা চাওয়া অর্থাৎ ভালোবাসা হল অন্যের মঙ্গলকামনা বা চাওয়া। ভ্যালেন্টাইন ডে-তে ফুল হচ্ছে খুব জনপ্রিয় উপহার ফুলকে বিবেচনা করা হয় ভালোবাসার প্রতীক হিসেবে। রং ভেদে ফুলের রয়েছে ভিন্ন মানে, তবে ভ্যালেন্টাইন ডে-র উপহার হিসেবে গোলাপের কদর অনেক বেশি। ক্যালিফোর্নিয়াতে আমেরিকার ৬০ শতাংশ গোলাপ উৎপন্ন হলেও ভ্যালেন্টাইন ডে-তে যে গোলাপ বিক্রয় হয় তার অধিকাংশ আসে দক্ষিণ আমেরিকা থেকে। যার পরিমাণ প্রায় ১১০ মিলিয়ন, যদিও আমেরিকায় যেকোনো উৎসবের আগে উপহার সামগ্রীর দাম কমিয়ে দেওয়া হয়। ভালোবাসা বাণিজ্য নয়, লোক দেখানো চাটুকারিতাও নয়, ভালোবাসার জন্ম অন্তরে আর এর প্রকাশ মেলে প্রতিদিনের আচার আচরণে ভালোবাসার প্রয়োজন কোনো এক নির্দিষ্ট দিবসের জন্য নয়, প্রতিটি দিবস, প্রতিটিক্ষণ ভালোবাসার দাবি রাখে। ভালোবাসায় প্রকাশ হতে পারে ভিন্ন, তবে ভালোবাসার প্রয়োজনীয়তায় কোনো ভিন্নতা নেই। মানুষ মানুষকে ভালোবাসুক, ভালোবাসুক পশুপাখি, গাছ লতা-পাতা, প্রকৃতি আর পৃথিবীকে। তবে এই ভালোবাসাকে অনেকে আত্মসিদ্ধীর কাজে লাগিয়ে ধর্ষণসহ নানা অপকর্মে লিপ্ত হচ্ছে, বিশেষ করে আমাদের বর্তমান যুব সমাজ। তাই এই যুব সমাজকে সুষ্ঠু পথে পরিচালনা করা আমাদের সবার নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য, ভালোবাসার প্রকৃত মাহাত্ম জানা দরকার ও ভালোবাসার মূল্যবোধে জীবন-যাপন করা দারকার। প্রতিটি দিবস হোক ভালোবাসা দিবস, ভালোবেসে ভালোবাসা ভালো রাখুক সবাইকে সবাই।

তথ্য সূত্রঃ উকিপিডিয়া, পবিত্র বাইবেল, প্রতিবেশী ফেব্রুয়ারি সংখ্যা ২০১২, দৈনিক প্রথম আলো। ❑

বসন্ত বাতাসে ভালোবাসা

ফাদার ফিলিপ তুষার গমেজ

আবহমান কাল ধরে আমাদের দেশে প্রতিটি ঋতুই বৈচিত্র্যপূর্ণ। একেক ঋতুর একেক রঙ। ষড়ঋতুর বাংলাদেশে প্রতি দুই মাস অন্তর রূপ পরিবর্তন হয়। শুরু হয় গ্রীস্ম দিয়ে; শেষ হয় বসন্ত দিয়ে। বসন্তের বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র ভাব। শীতের প্রকৃতি বেশ রুক্ষ থাকে। পাতা ঝরাতে থাকে বৃক্ষ। পানির অভাবে ভূমিভাগ শুকিয়ে যায়। ধুলো উড়তে থাকে বাতাসে। এ অবস্থায় নতুন প্রাণের সঞ্চার করতেই যেন বসন্তের আগমন ঘটে। হিম শীতের ধূসরতার পর প্রকৃতিতে এখন রঙের দোলা; এখন ঋতুরাজ বসন্ত। নতুন পাতা ও ফুলের জাগরণে মৃদুমন্দ বাতাস হৃদয়ে আবার শিহরণ জাগায়। আশেপাশে চেনা-অচেনা অসংখ্য ফুলের মাঝে পলাশ শিমুল আর কোকিল রুক্ষ নাগরিক জীবনেও বয়ে আনে বসন্তের অফুরন্ত আনন্দ। এই মধুর বসন্তে পত্রশূন্য বৃক্ষের নবজোয়ারের মতো জেগে ওঠে আমাদের মন। পাতায়-পাতায় নীরব হাহাকার গুঞ্জনে আমরা বিমোহিত হয়ে যাই। তাই কবি বলেছেন, 'ফুল ফুটুক আর না-ই ফুটুক আজ বসন্ত।' প্রকৃতিতে বইতে শুরু করেছে বসন্তের বাতাস। নতুন ঋতুর আগমনী টের পাওয়া যাচ্ছে। ফাল্গুনের প্রথম দিন ঋতুরাজকে বরণ করে নেয় বাঙালি। তাই বসন্তকে বরণ করতে গেয়ে উঠি, 'বসন্ত বাতাসে সই গো/ বসন্ত বাতাসে/ বন্ধুর বাড়ির ফুলের গন্ধ আমার বাড়ি আসে...।' ফাল্গুন মানেই বসন্তকাল। তাই ফাল্গুন হচ্ছে প্রকৃতির শিল্পকলা। যেন এক অদৃশ্য বিশাল ক্যানভাসে কোনো অজ্ঞাত শিল্পী আপন গৌরবে চিত্র রচনা করেছেন। তাই তো বসন্তে সর্বাঙ্গে এত আলো, এত মধুরতা, এত ছন্দ, এত নৃত্য, এত মাধুর্য! বসন্তকালে বনে যেমন; মনেও এর আশ্চর্য দোলা। সতেজতায় রূপ লাবণ্যে জেগে উঠেছে প্রকৃতি। বৃক্ষের নবীন পাতায় আলোর নাচন। ফুলে-ফুলে বাগান ভরে উঠেছে। চোখ মেললেই গোলাপ-জবা-পারুল-পলাশ। পরিজাতের হাসি আর মৌমাছিদের গুঞ্জন। কোকিলের কুহুতান। সবই বসন্তের আহ্বান জানিয়ে দেয়, 'আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে। আজি দখিন-দুয়ার খোলা/ এসো হে, এসো হে, এসো হে আমার বসন্ত এসো।' এসেছে বসন্ত, প্রিয় ঋতুকে বর্ণিল উৎসব অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বরণ করে নেবে বাঙালি দেশজুড়ে হবে বাঙালির অন্যতম বৃহৎ অসম্প্রদায়িক উৎসব। তাই কবি বলেছেন, 'ভালোবেসে, সখী নিভৃতে যতনে/ আমার নামটি লিখো/ তোমার মনের মন্দিরে।' মনের মন্দিরে মিশে আছে বসন্ত বাতাসে ভালোবাসা। বসন্ত ও ভালোবাসা দিবসের শুরু প্রকৃতিতে। যা ছড়িয়ে গেছে উৎসব-অনুষ্ঠানে, পোশাক-আশাকে, সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমগুলোর ব্যবহারের আদলে। তাই তো এই বসন্তে 'একটুকু ছোঁয়া লাগে, একটুকু কথা শুনে/ তাই দিয়ে মনে মনে রচি মম ফাল্গুনী...।' ভালোবাসা দিবসে রবিবার রচিত হবে ফাল্গুন। বসন্তের সঙ্গে আরও বেশি জুড়ে যাবে ভালোবাসা।

এখন বসন্তবরণ ও ভালোবাসা দিবসের উৎসব একই দিনে। ভালোবাসার হাত ধরে এসেছে বসন্ত। তাই বলা যায়, বসন্ত ও ভালোবাসা একাকার হয়ে গিয়েছে। ঋতুরাজ বসন্ত বরণ ও ভালোবাসা দিবস ঘিরে দেশজুড়ে উৎসবের আমেজ। এ আমেজ যেন হৃদয়ের ডোরে বাঁধা। পহেলা ফাল্গুন ও ভালোবাসা দিবস একসাথে উদ্‌যাপনের নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। তাই উৎসব আয়োজনে বসন্তের বাসন্তী রঙ আর ভালোবাসার লাল রঙ মিশেছে প্রকৃতিতে রাধাচূড়া ও কৃষ্ণচূড়া হয়ে। বসন্ত তো রঙেরই মাস। আসলে রঙ যাই হোক; হৃদয়ের উষ্ণতাই বড় ভালোবাসা। জয় হোক প্রকৃত ভালোবাসার; আসুক বসন্তের সুবাতাস। অবশ্য বসন্ত উৎসব এবং ভালোবাসা দিবসের পোশাকী রঙে পার্থক্য থাকলেও, মূল জায়গায় মিল আছে। দুটোই প্রেমের বোধকে জাগিয়ে দেয়। মনকে ভালোবাসার জন্য তৃষ্ণার্ত করে তোলে। বসন্তের ফুলে ভরা বাগানের দিকে তাকিয়ে হয়তো তাই কবিগুরুকে বলতে হয়, 'ফুলের বনে যার পাশে যাই তারেই লাগে ভাল....।' ভালোলাগা ভালোবাসার সৌরভ ছড়ানো নয় শুধু, ভালোবাসা দিবসের মতো মিলনের লগ্ন নিয়ে আসে বসন্ত। বলার অপেক্ষা রাখে না, মিলেমিশে একাকার হয়ে ভালোবাসা দিবস ও পহেলা ফাল্গুন একই বাণী প্রচার করে। এই মিলে মিশে যাওয়ার ফলে একদিনের উৎসব কাটা পড়ল বটে; কিন্তু মনে হয় আবদার তাতে কিছু কমবে না।

তাই পহেলা ফাল্গুন ও ভালোবাসা দিবস একসাথে উৎসবের মেজাজে বুকের ভেতরে টের পাচ্ছেন নিশ্চয়ই, অদ্ভুত একটা শিহরণ! একটা দারুণ তৃষ্ণা। মন কেমন যে আকুলি-বিকুলি করছে। চিত্ত চঞ্চল হয়ে উঠছে। হঠাৎ বসন্তের হাওয়া যেন সব ভেঙেচুরে দিচ্ছে। হৃদয়ে বসন্তের বাতাসে ভালোবাসার প্রেরণা জাগছে। তাই তো প্রকৃতি রাঙিয়ে দিতে এসেছে বসন্ত আর এই বসন্তের কুসুম কোমল বাতাস মনের গহীনে ভালোবাসা পুলকিত হচ্ছে। এখন ফাগুন দিনে ভালোবাসার বন্ধন। প্রকৃতিতে রাধাচূড়া ও কৃষ্ণচূড়ার মতো। ফুলে ভরা বসন্ত আর বসন্তের রঙিন হাওয়ায় ভালোবাসা। একদিকে বসন্তের আগমন অন্যদিকে ভালোবাসার রঙ; এই দুই মিলে প্রকৃতির প্রতিটি পরতে পরতে আজ ছড়িয়ে পড়েছে এক মোহময় সুবাস। যার আবেশে প্রত্যেক মানুষের মনে বেজে উঠেছে ভালোবাসার বারতা। তাই বসন্ত বাতাসে প্রকৃতির মধ্যে বর্ণালী সাজে রাঙানো ফাগুনে ভালোবাসা দিবস। এই বসন্ত বাতাসে এক বুক নিশ্বাস নিয়ে বলতে হয়, 'ভালোবাসি ফাল্গুনকে।' কবিগুরুর কথা দিয়েই বসন্তের রঙিন হাওয়ায় সবাইকে শুভ বার্তা জানাই "সুখে আছে যারা সুখে থাক তারা সুখের বসন্ত সুখে হোক সারা...।' ❑

ঐশ সেবক আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী সিএসসি-র সাথে একদিনের যাত্রাপথের ঘটনা

সিস্টার মেরী অমিয়া এসএমআরএ

স্বামী বিবেকানন্দ একদিন বলেছিলেন;
"তাকেই আমি মাহাত্মা বলে ডাকি,
দীনদুঃখীর কষ্ট দেখে যার প্রাণ কেঁদে ওঠে।"

উপরোক্ত উক্তিটির পরিপ্রেক্ষিতে আমি এমন একজন ব্যক্তিকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি, তিনি হলেন আমাদের সকলের সুপরিচিত ঈশ্বর সেবক আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী সিএসসি। আমরা সবাই জানি তিনি ছিলেন বাংলাদেশ মণ্ডলীর প্রথম বাঙালি আর্চবিশপ। মানুষ ঈশ্বরের সেরা শ্রেষ্ঠ সৃষ্ট জীব। তাই আমরা সবাই ঈশ্বরের সন্তান, কিন্তু শ্রেণী, ধর্ম-বর্ণ, গোত্র, ধনী-দরিদ্র, দীন-দুঃখী আমাদের মধ্যে পার্থক্যের সৃষ্টি করে। আমাদের আর্চবিশপ মহোদয় কোন ভেদাভেদ না করে সবার সাথেই মেলামেশা ও চলাচল করেছে। তাঁর অমায়িক, নম্র, বিনীত ও দরদী স্বভাব নিয়ে। তিনি দীন দুঃখী দরিদ্রদের প্রতি ছিলেন খুবই উদার। তাদের প্রতি তিনি উদাসীন থাকতে পারতেন না। প্রাণ তার কেঁদে উঠত, তাদের সাহায্য সহযোগিতা করতে কখনও অস্বীকার করেন নি। তাঁর মধ্যে ছিল মানবতার জোরালো তাগিদ। তাঁর অন্তরে যে দরদ বোধ ছিল তা এক এক সময় চমকপ্রদ ভাবেই তার স্বতস্ফূর্তভাবে প্রকাশ ঘটত। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে মুক্তিযুদ্ধের সময় ও পরে তিনি দেশের জনগণের জন্য কি করেছেন তা আমরা অনেকেই অবগত আছি। তাঁর দরদী মন, নিজস্বার্থ ত্যাগ করে জীবন বিপন্ন করে হলেও সাহায্য সহযোগিতা করেছেন। আজ আমি আপনাদের সাথে একদিনের দূরপাল্লার যাত্রা পথে একটি বাস্তব ঘটনা সহভাগিতা করব।

১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে ১২ ডিসেম্বর ময়মনসিংহ মনাষ্টারীর একজন সিস্টার মারা যান। সিস্টারদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ ও কবরস্থ করার জন্য আর্চবিশপ গাঙ্গুলীকে যেতে হবে। [কবর ১২ অথবা ১৩ ডিসেম্বর কবে হয়েছে আমার মনে নেই] আর্চবিশপ মহোদয় প্রায় সময়ই দূর পাল্লায় কোথায় গেলে ফাদার অথবা সিস্টারদের অফার দিতেন যারা যেতে চাইতেন যেতে পারতেন। এবার ময়মনসিংহ যাবার আগে তিনি মেরী হাউজে ও বটমলী হোমের সিস্টারদের অফার দিয়েছেন। এ অফার পেয়ে বটমলী হোম থেকে আমি ও মেরী হাউজ থেকে ১জন (সিস্টার মেরী ইম্মাকুলাটা প্রথম গ্রুপের সিস্টার) যাব বলে আর্চবিশপ মহোদয়কে অবগত করা হল। তিনি সকাল ৮টায় মেরী হাউজের গেটে ২ জনকে প্রস্তুত থাকতে নির্দেশ দিলেন। ময়মনসিংহ যাব বিশেষভাবে মনাষ্টারীতে যাওয়ার একটি আলাদা আনন্দ উপভোগ করেছি। সেখানে চ্যাপিলে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করা ও প্রার্থনা করার সুন্দর একটি সুযোগ পাব।

নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে আমরা দু'জন সিস্টার মেরী হাউজের (তেজগাঁও) গেটে

প্রস্তুত। একেবারে ঠিক সময়ে গেটে গাড়ি আসে এবং আমরা দু'জন দেরী না করে শুধু আর্চবিশপ মহোদয়কে যিশুতে প্রণাম বলে আংটি চুম্বন করে আশীর্বাদ নিলাম এবং গাড়িতে বসলাম। প্রথমে আন্তরিকতার সাথে কুশলাদি আদান প্রদান করে দূর পাল্লার যাত্রা যেন নিরাপদ হয় ঈশ্বর ও মা মারীয়ার কাছে আমরা প্রার্থনা শুরু করে ময়মনসিংহের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলাম। লম্বা রাস্তা কিছুক্ষণ কুট কুট করে কথাবর্তা কখনো নীরবতা, গান প্রার্থনা করতে করতে যাচ্ছি। আর্চবিশপ মহোদয়ের একটি প্রিয় গান আছে "সুন্দর পৃথিবী তুমি সুন্দর ভগবান....গানটি গেয়ে শুনালাম। তিনি খুব খুশি হয়ে মিষ্টি হাসি দিয়ে ধন্যবাদ দিয়ে আমাকে বললেন, আপনি কীভাবে জানেন আমি এ গানটি খুব পচ্ছন্দ করি। ছোট উত্তর দিলাম কৌশলে জেনে নিয়েছি।

গাড়ি নিজ গতিতে চলতে লাগল। কোন ড্রাইভার নেই, তিনি নিজেই ড্রাইভ করছেন। ব্যক্তিগত সুখ সুবিধা, আরাম আয়েশ, স্বাচ্ছন্দ্য জীবন কোনদিনই খুঁজেন নি। সর্বদা ত্যাগ ও কষ্টের মধ্যদিয়ে হাসি মুখে সব কিছুকে নীরবে সহ্য ও গ্রহণ করাই ছিল তাঁর স্বতস্ফূর্ততা। তিনি নিজেই এই দীর্ঘ পথ ড্রাইভ করবেন। বাংলাদেশ মণ্ডলী পরিচালনায় যেমন দক্ষ, সুনিপুণ ও নিরলস কর্মী সব কিছুতেই প্রথম সারির, গাড়ি চালনায় ও তদ্রুপ। এ মহাপুরুষের জীবন আদর্শ আমাদের শিশু-কিশোর আবাল-বৃদ্ধাবনিতা সকলের কাছে পুন পুন জাগরিত করার সুব্যবস্থা নেওয়া ও তার জীবন আদর্শ অনুকরণ করা আমাদের কর্তব্য।

সুন্দর খোলা সমান পথ. গাড়ি সুন্দরভাবেই চলছিল। ঐ দিন আমাদের স্বল্পভাষী সিস্টার ইম্মাকুলাটার হাত থেকে রোজারি মালা একবারও হস্তচ্যুত হয়নি। আমরা প্রার্থনা চালিয়েই যাচ্ছি, আমি মাঝে মাঝে মায়ের গান গেয়ে চলছি। লম্বা রাস্তাটা গুটিয়ে আসতে যেন সময় লাগছিল। রাস্তার দু'ধারের দৃশ্য সুন্দর, দূরত্ব বজায় রেখে সারিবদ্ধ গাছ-গাছড়া, দু'পাশের ফসলের জমি দূরে দূরে গ্রাম, মাঝে মাঝে রাস্তার আশেপাশে ফাঁক ফাঁক ২/৪টা করে বাড়ি। এর ভিতর দিয়েই গাড়ি চলছিল, হঠাৎ কোথা থেকে একটা মুরগি দৌড়ে গাড়ির সামনে দিয়ে রাস্তা পার হচ্ছিল। চোখের পলকেই যেন ঘটনা ঘটে গেল। মুরগিটি চলন্ত গাড়ির নীচে পড়ল না দৌড়ে পার হয়ে গেল তা বুঝবার উপায় ছিল না। আর্চবিশপের দরদী মনে কী জেগে উঠেছিল জানি না, নিশ্চয় প্রাণীটির প্রতি তার কোন একটি অনুভূতি জেগে উঠল বা সেই দিন দুঃখীর কথা যার মুরগীটার কথাও মনে হতে পারে। আর্চবিশপ মহোদয় ছিলেন অনুভূতিশীল, দীন দুঃখীর প্রতি দয়ালু। মানবিক কারণেই গাড়ির গতিবেগ আস্তে আস্তে কমিয়ে এনে চলতে লাগলেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, সিস্টার অমিয়া, একটু উঁকি দিয়ে দেখুন তো মুরগীটি মারা গেছে বা কোথাও পড়ে আছে কিনা। আমি আর্চবিশপ মহোদয়ের কথা মত গ্লাসের ফাঁক দিয়ে পিছনে পিছনে আশে পাশে সব জায়গায় দেখতে লাগলাম। কোথায়ও কিছু নজরে পড়ল না। কাজেই আমি আর্চবিশপ মহোদয়কে বললাম, না কোথাও কিছু

দেখলাম না। তিনি অবিবেচক বা অমানবিক হতে পারলেন না। অন্য কোন গাড়ি হলে ড্রাইভারগণ এ সবের তোয়াক্কা না করে গাড়ি হুর হুর করে চালিয়ে পালিয়ে বাঁচত। তিনি মানুষের প্রতি (মুরগী পালনকারীদের কথা চিন্তা করে) তাঁর দয়া অনুকম্পা সহানুভূতি প্রকাশ পেল। তিনি গাড়ির গতি একেবারে কমিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে চালাতে লাগলেন। উদ্দেশ্য যাদের মুরগী (যদি মারা গিয়ে থাকে) তারা অবশ্যই এ গাড়িকে অনুসরণ করে আসবে। তিনি পুনরায় আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, এবার একটু ভালো করে দেখুন কোন দিক দিয়ে আমাদের গাড়ির দিকে কোন লোকজন আসছে কিনা। যদি মুরগী মরে তবে অবশ্যই লোকজন আমাদের উপর অসন্তোষ্ট হবে এবং খুব রাগ করবে। তারা যদি আসে অসুবিধা নেই, অত ঝামেলা না করে তাদের ন্যায্য দাবী অনুসারে ক্ষতিপূরণ করে দিব। আবারও আর্চবিশপের, কথা মত আমি চারিদিকে দেখতে লাগলাম, তিনিও দেখতে লাগলেন, না কেউই আসল না। এ সময়ের মধ্যে কত গাড়ি আমাদের পাশ কাঁটিয়ে চলে গেল।

আর্চবিশপ মহোদয় গাড়ি পুনরায় স্টার্ট দিয়ে চলতে লাগল। তিনি বললেন, ময়মনসিংহে তো ঠিক সময় মত যেতে হবে। দুপুরে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার খ্রিস্টযাগটি আশা করি যথা সময়ে দিতে পারব। এরপর খুব মোলায়েম অথচ কিছুটা করুণ স্বরে বললেন, ছোট প্রাণীটাকে বাঁচাতে গেলে হঠাৎ হার্ড ব্রেক কষতে হতো এবং এর ফলাফল দাঁড়াতো আমরা তিন জনই মারা যেতাম। কারণ বিরাট একটি এক্সিডেন্ট হত। এ মারাত্মক কথা শুনে তখন আমরা ভয়ে আধমরা। ঈশ্বর কত দয়া করেছেন, তাকে ধন্যবাদ জনালাম।

উপরোক্ত ঘটনাটি আমার মনে গভীরভাবে দাগ কেটেছে। আর্চবিশপের দয়াময়তা ন্যায়পরায়ণতা, মানবিকতা, সচেতনতা ও বিবেচনা শক্তি কত সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। আমার চিন্তা এখন অন্যভাবে ঘুরপাক খাচ্ছে। সামান্য একটি মুরগী বাঁচাতে গিয়ে হঠাৎ হার্ড ব্রেক কষলে বিরাট একটি এক্সিডেন্ট হত এতে আমাদের কার কি ক্ষতি হতো জানি না তবে গাড়ি ও মানুষের সাংঘাতিক মারাত্মক ক্ষতি হত। আমাদের দু'জন সিস্টারদের কথা বাদ দিলাম; কিন্তু বাংলাদেশ মণ্ডলীর মস্তক স্বরূপ আর্চবিশপ মহোদয়ের অনুপস্থিতি বাংলাদেশ মণ্ডলীতে অপূরণীয়। আহ্! আর চিন্তা করতে পারলাম না। মহান ঈশ্বরকে এক্সিডেন্টের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য অশেষ ধন্যবাদ জানালাম। আরও ধন্যবাদ জানালাম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ মহোদয়ের উপস্থিত বুদ্ধি, দ্রুত ও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে বিরাট এক এক্সিডেন্টের হাত থেকে রক্ষা পেলাম বলে।

আমার চিন্তার শেষ নেই-এখানে দেখলাম সামান্য একটি প্রাণী ও মানুষের প্রতি আর্চবিশপ মহোদয়ের মন-মানসিকতা, চিন্তা ভাবনা, চেতনা ও কার্যপ্রণালী। তিনি ছিলেন মহৎ ও উদার হৃদয়ের অধিকারী, তাইতো তিনি মানুষের জন্য অতটা ব্যাকুলতা প্রকাশ করতে পেরেছেন। নানা রকমের চিন্তা ভাবনা কথাবার্তা বলতে বলতে অনেকখানি পথ চলে আসলাম। আমরা মায়ের মালা জপতে জপতে চলছি যেন বাকী পথটুকু নিরাপদে যেতে পারি।

ঈশ্বরের পরিকল্পনা ও মানুষের পরিকল্পনা এক নয়। মানুষ ভাবে এক, ঈশ্বর করেন আর এক। রাস্তার মাঝখানে হঠাৎ গাড়ির একটি চাকা (সামনের) পাঞ্চার হয়। ফলে গাড়ি অচল হয়ে গেল। আর্চবিশপ হঠাৎ করে বলে উঠলেন সিস্টার অমিয়া কেমন হল? এ অবস্থায় পড়ে আমরা হাসবো না কাঁদবো জানি না। বললাম, এত প্রার্থনা করছি তারপরও এ ঘটনা। তিনি বললেন সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা। এ রকম সময়ে অন্য কোন মানুষ হলে তার চেহারা, মেজাজ কথাবার্তা রাগ বিরক্তিরভাব কি ধরণের হত তা অনুমেয়। কিন্তু আর্চবিশপের বেলায় কি লক্ষ্য করলাম। তিনি ধীরস্থিরভাবে গাড়িটাকে রাস্তার এক পাশে এনে দাঁড় করলেন। কি শান্ত চেহারা কোন অসন্তোষ বা বিরক্তির ভাব নেই, রাগ রিপুতো নেই। ফাদার থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী যখন বিশপ পদে অধিষ্ঠিত হন তখন তাঁর মূল্যবান বাণী বা মটো নিয়েছিলেন "ঈশ্বর আমার সহায়" কথাটা আমার মনে পড়ল যখন দেখলাম গাড়িটি যেখানে নষ্ট হয়েছে সেখানেই রাস্তার ধারে ইটের স্তূপ [সম্ভবত: গ্রামে কারো বাড়িতে বিল্ডিং হচ্ছে] আর রাস্তার ঢালুতে অগভীর ২টা বড় বড় গর্ত যেখানে পানি জমে আছে।[গর্তগুলো কৃত্রিম হয়তো ইট ধোয় না হয় রাস্তার রাস্তায় রোপিত গাছে দেয়] বলতে চাচ্ছি এ গাড়িটির জন্য এখন এ দুটোই প্রয়োজনীয় জিনিস। স্বয়ং ঈশ্বর সহায় আছেন বলেই এরূপ হয়েছে। আমি আর্চবিশপের ব্যস্ততার মধ্যে কথাটা স্মরণ করিয়ে দিলাম। তিনি হেসে বললেন, আমিও এসব লক্ষ্য করেছি আর মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়েছি। বলেছি "ঈশ্বর সত্যিই আমার সহায়"। আপনার ও আমার চিন্তা মিলে গেছে। ভাগ্যভাল ইট ও পানির ব্যবস্থা সহজেই হয়েছে।

আর্চবিশপ মহোদয়-গাড়ির পিছনের ঢাকনা খুলে কারিগরি যন্ত্রপাতি ও প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো বের করলেন। গাড়ি উচুঁ করে সামনের চাকাটা খুলে ফেললেন। গাড়ির নীচে মাটির উপর নিউজ পেপার বিছিয়ে তার উপর একটা টাওয়াল পেতে দিলেন। এ সব তিনি একাই করছেন আর আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি। ভাবলাম ড্রাইভার না থাকলে কত কষ্ট করতে হয়। এসব করার পর আমাকে বললেন, সিস্টার অমিয়া একটু সাহায্য করতে হবে। আমি মনে মনে কিছু করার জন্য প্রস্তুত ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, আরও কয়েকটা ইট আনতে হবে ও একটি ছোট প্লাস্টিকের বালতি দিয়ে গর্ত থেকে পানি আনতে বললেন। সব ঠিকঠাক করার পর তিনি গাড়ির নীচে আকাশের দিকে মুখ করে শুয়ে যে যে জায়গায় ত্রুটি ছিল তা ঠিক করলেন এবং সংরক্ষিত চাকাটা লাগিয়ে দিলেন। আমি শুধু দেখলাম নীরবে কত ধৈর্য নিয়ে নিখুঁতভাবে কাজ করলেন। সব জিনিসপত্র ঠিক মত রেখে হাত ধূয়ে টাওয়াল দিয়ে মুছতে মুছতে হাসি মুখে অত্যন্ত নম্র ও বিনয়ের সাথে আমাকে ধন্যবাদ দিলেন কাজে সাহায্য করার জন্য। আমি লজ্জায় মরে যাই। আমি বললাম, সারাক্ষণ কষ্ট পরিশ্রম করলেন আপনি আপনাকেই বরং ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। কে জানে আমাদের দু'জনের মধ্যেই দুর্ভাগা আমি। তিনি একটু উচ্চস্বরে হেসে বললেন, এখানে ভাগ্য দুর্ভাগ্য বলে কিছু নেই সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা ও তাঁর মহিমা প্রকাশ।

পুনরায় তৃতীয় যাত্রা আরম্ভ হল গাড়ি স্টার্ট দিয়ে আমাদের জিজ্ঞেস করলেন আমরা ঠিক আছি কি না। গাড়ি খুব সুন্দরভাবে চলছে। আমরা ভেতর থেকে উত্তর দিলাম, আমরা তো দিব্যি ভাল আছি, কষ্ট হচ্ছে আপনার। লং ড্রাইভ, অবশ্যই ক্লান্ত হচ্ছেন, তার উপর নানা দুর্বিপাক। তিনি বেশ শান্ত ও জোরালো করে উত্তর দিলেন, রাস্তা ঘাটে এসব হয়, আর এর জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। ঈশ্বরের অসীম দয়ায় এতখানি এসেছি বাকীটুকু আশা করি নিরাপদেই চলতে পারব।

দেখতে দেখতে অবশেষে নিরাপদেই ঠিক সময়মত ময়মনসিংহ মনাষ্টারীতে পৌছাতে পেরেছি। মনাষ্টারীর সিস্টারগণ আর্চবিশপ মহোদয়ের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তারা পূর্বেই নাস্তা প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। আর্চবিশপ মহোদয়কে তারা ভিতরে নিয়ে গেলেন আর আমাদের বাইরে ভিজিটরদের জন্য যে স্থান (পার্লার) সেখানে বসালেন। আমরা যার যার মত ফ্রেস হয়ে নাস্তা সেরে খ্রিস্টযাগের জন্য চ্যাপিলের বাইরের দিকে ছোট চ্যাপিলে অন্যান্য লোকজনের সাথে বসলাম। খ্রিস্টযাগ শেষে মরদেহ কবরে নিয়ে যাবার আগে আমরা সবাই দেখার সুযোগ পেয়েছি। সিস্টারকে খুব সুন্দর করে ব্রতীয় জীবনের পোষাকে সজ্জিত করেছেন। মুখশ্রীটি অপূর্ব পবিত্র পবিত্র ভাব। সিস্টারের নাম সিস্টার ইম্মানুয়েল পিসিপিএ। আমাদের সিস্টার ইম্মাকুলাটা এসএমআরএ, তাঁকে ভালই চিনতেন এবং আমিও সিস্টারকে জীবিতকালে বটমলী হোমে দেখেছি। কেননা যখন মনাষ্টারীর সিস্টারগণ ঢাকা আসতেন তখন যেহেতু ঢাকা তাদের জন্য কোন আবাসিক স্থান ছিল না, তাই তারা বটমলী হোমে গেষ্ট রুমে থাকতেন। তারা বেশীর ভাগই আসতেন ডাক্তারের সুচিকিৎসা লাভের জন্য। তারা আমাদের আশ্রমে আসলে

আমাদের সাথে খাওয়া দাওয়া এবং প্রার্থনা সবই করতেন। এই সিস্টারদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া খ্রিস্টযাগে যোগদান করতে ও প্রার্থনা করতে পারায় আনন্দ পেয়েছি।

সিস্টার ইম্মানুয়েল পিসিপিএ কে তাদের নিজস্ব করবস্থানে আর্চবিশপ গাঙ্গুলী প্রার্থনানুষ্ঠান চালিয়ে আশীর্বাদ দিয়ে কবরস্থ করেন। এরপর আর্চবিশপ মহোদয় উপস্থিত খ্রিস্টভক্ত ও অন্যান্য লোকদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তাদের কথাবার্তা শুনছেন শেষে সিস্টারগণ আর্চবিশপ মহোদয়কে ভিতরে নিয়ে দুপুরের আহারাদির ব্যবস্থা করেন। খাবার পর সিস্টারদের সাথে কিছুক্ষণ সময় ব্যয় করেন। অবশ্যই তাঁর আন্তরিক সহমর্মিতা, সমবেদনা প্রকাশ করেন। আমরাও বাইরে পার্লারে খেয়ে পরিচিত সিস্টারদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করার সুযোগ পাই। অবশেষে আর্চবিশপ ভাটিকেশ্বর (মিশন) সালিসিয়ান সিস্টারদের সাথে এবং এসএমআরএ সিস্টারদের দ্বারা অপ্যায়িত গরম কফি খেয়ে পুনরায় দীর্ঘপথ অতিক্রম করতে ঢাকার দিকে রওনা দেই।

পুনরায় লং ড্রাইভ-এর মাঝখানে জলছত্রে আর্চবিশপ মহোদয় যাত্রা বিরতি করেন। সেখানে অল্প সময় ছিলাম। ফাদার হোমরিক সিএসসি আর্চবিশপকে ও আমাদের আপ্যায়ন করেন। আমরা খুব খুশি হয়েছি। এক ফাঁকে আমি ফাদারের খাবার ঘরের পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখি অনেক গাছ গাছড়া। ফাদারের সুন্দর নার্সারী দেখে লোভ সামলাতে পারলাম না। বাগানের ভিতরে ঢুকে ফাদারকে জিজ্ঞেস করি, ফাদার কিছু নেওয়া যাবে? তিনি খুশি হয়ে বললেন, যা চান নিতে পারেন। আমার চোখে পড়েছে চির-হরিৎ এর চারার দিকে। আমি আমার সাধ্যমত হাতে যতগুলি ঠেঙ্গা নিতে পারলাম তুলে আনছি। আমার দেরী দেখে আর্চবিশপ মহোদয় আমাকে জোরে ডেকে বললেন, দেরী হচ্ছে কিন্তু, শীঘ্র আসুন। তাড়াতাড়ি এসে গাড়িতে উঠি এবং যাত্রা শুরু করি। কিছুদূর চলার পর আর্চবিশপ মহোদয় আমাকে জিজ্ঞেস করেন, এত চারা দিয়ে কি করবেন? আমি বললাম চারটি চারা বটমলী হোমে চ্যাপেলে যাওয়ার রাস্তায় পাশে লাগাবো। বাকী ছয়টা চারা বনানী নতুন মেজর সেমিনারী হবে সেখানে দিব। আর্চবিশপ বললেন, এত অগ্রিম চিন্তা, বিল্ডিং এর খবর নেই বাড়ির সাজ সাজ রব উঠেছে। আমি বললাম, মেজর সেমিনারী হবে বলে যখন রব উঠেছে তখন একদিন হবেই জানি, তাই এনেছি। যখন বিল্ডিং শেষ হবে তখন ফাদার পৌলিনুসকে দিয়ে বলব যেখানেই চ্যাপিল হোক রাস্তার দু'ধারে এ ছয়টি চারা বুনে দিন।

টুকিটাকি কথাবর্তা বলার পর আবার নীরব হয়ে প্রার্থনা করতে লাগলাম। এখনও অনেকখানি দূর, ঈশ্বর যেন সহায় থাকেন। যাওয়ার পথে সে সব জায়গায় দুর্বিপাকে পড়েছি সেখানে আসলেই মনে হয়-তবে কথা চাপা দিয়ে যাই। শিউরে উঠি। আমরা তো ভাল কাজের উদ্দেশ্যেই যাচ্ছিলাম। মনে হয় মনাষ্টারীর সিস্টারগণও আমাদের নিরাপত্তার জন্য প্রার্থনা করেছেন। তাই অসীম দয়ালু ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করেছেন।

ডিসেম্বর মাস শীত এবং বাইরে কুয়াশা তারপরও ফেরার পথে মহান ঈশ্বরের দয়া ও আশীর্বাদে কোন অসুবিধা হয়নি। দ্রুতই যেন ঢাকা চলে এসেছি এবং খুব ভালমত আমরা মেরী হাউজে পৌছেছি। তখন রাত ৮টার একটু বেশী সময় হয়েছে। আমরা আর্চবিশপ মহোদয়কে রাতের খাবারের জন্য সাদর নিমন্ত্রণ জানালাম; কিন্তু তিনি অসম্মত হলেন। বরং আমাদের জিজ্ঞেস করলেন আমরা সুস্থ আছি কিনা। উত্তর দিলাম আমরা তো ভালোই আছি; কিন্তু আপনার তো অনেক কষ্ট হয়েছে; ক্লান্ত হয়েছেন লং জার্নি, একাই ড্রাইভ করেছেন, আসুন এক কাপ কফি খেয়ে গরম হয়ে যান। তিনি গাড়ি থেকে নামেননি। আমরা অনেক অনেক ধন্যবাদ দিলাম। তিনি বললেন এসব করার অভ্যাস আছে। ঘরে গিয়ে ফ্রেস হয়ে খেয়ে ঘুম দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। গাড়ি স্টার্ট দিলেন, আবারও ধন্যবাদ যিশুতে প্রাণাম ও শুভ রাত্রি বলে হাত নেড়ে বিদায় দিলাম। তিনি গাড়ি নিয়ে শা করে রমনার উদ্দেশ্যে চলে গেলেন॥ ❑

অনন্ত যাত্রায় আমাদের প্রাণপ্রিয় বাবার ২৯তম মৃত্যুবার্ষিকী

মহাঘুমে জাগনী এখনো বাবা
তোমার শূন্যতা খুঁজি মোরা,
দিনক্ষণ প্রতিটি মোড়ে
ব্যথায় অন্তর কেঁদে মরে।।
সুখের দিনে তুমি নেই
কত কষ্ট করেছ জানিনে,
বিশ্বাস তুমি আছ উর্ধ্বে
স্বর্গরাজ্যে পিতার স্থানে।।

প্রিয় বাবা,

সময়ের স্রোতধারায় ২৯টি বছর মিলিয়ে গেল। পৃথিবীর চির আবর্তনে তুমি এসেছিলে আমাদের একান্ত কাছে, অতি আপনজন হয়ে। আবারও ফিরে এলো বেদনা বিধুর সেই ১৮ ফেব্রুয়ারি, যেদিন তুমি আমাদের শূন্য করে, কাঁদিয়ে চলে গেলে পরম পিতার কাছে। বাবা তুমি নেই, মাকে নিয়ে আমরা পাঁচ ভাই-বোন আমাদের সংসার নিয়ে এগিয়ে চলছি।

স্বর্গ থেকে তুমি আমাদের সবাইকে আশীর্বাদ কর, আমরা যেন তোমার জীবনাদর্শ ও দিক নির্দেশনাকে সামনে রেখে পবিত্রভাবে জীবনযাপন করতে পারি।

করুণাময় সৃষ্টিকর্তা পিতা ও স্নেহময়ী মায়ের কাছে আমাদের সকলের প্রতিনিয়ত প্রার্থনা তিনি যেন তোমার আত্মাকে তাঁর শাশ্বত রাজ্যে চিরশান্তি দান করেন।

প্রয়াত প্যাট্রিক গমেজ
জন্ম : ৫ মার্চ, ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ
রাজনগর, রাঙ্গামাটিয়া

পরিবারের পক্ষে
স্ত্রী : ছবি গমেজ

বিপ্র/৩৪/২১

ভালোবাসা দিবসে চলে গেলেন ভালোবাসার মানুষটি

সিস্টার মেবেল রোজারিও এসসি

২০২০: দুই হাজার বিশ মনে হয় বছরটি ছিল বিশে বিষ! অনেক ব্যথাময় বিশ্ব মহামারী করোনা ও কষ্টের স্মৃতি নিয়ে দুইহাজার বিশ পার হলো। বেশ কিছু ভালোবাসার মানুষকে হারালাম যাদের স্নেহ ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে জীবনটাকে অর্থপূর্ণভাবে অভিজ্ঞতা করেছি। যেমন: আমার ধর্মীয় পরিবারের সিস্টার থিওনিল্লা, পিশতুতো ভাই ব্রাদার বিজয় সিএসসি, ব্রাদার রবি সিএসসি, বিশপ মজেস সিএসসি আমার পিসিমনি ব্রাদার বিজয়ের মা। তবে বাবা-মায়ের মৃত্যুর পর যার পিতৃ-মাতৃসুলভ হৃদয়, আনন্দ-হাসিগানে, ভালোবাসার টানে জীবনটাকে নতুনরূপে সাজিয়ে ছিলাম সেই মানুষটি ছিল আমাদের সকলের প্রিয়, বেঁচে থাকা একমাত্র মামা ফাদার হেনরী রিবেরু, ওএমআই। গত ২০২০ খ্রিস্টাব্দ ১৪ ফেব্রুয়ারি, ভালোবাসা দিবসে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে সবাইকে কাঁদিয়ে অতর্কিতে মামা চলে গেলেন না ফেরার দেশে। আমাদের চারজন মামার মধ্যে ১৯৯৭-৯৯ এর মধ্যে বড় মামা, সেজো ও মেজো মামা মৃত্যুবরণ করেন। তাই ছোট মামা ফাদার হেনরী হয়ে উঠেন সকলের বাবা। তিনি সংসার জীবনের আত্মীয়-প্রিয়জনের সমস্যায়, চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় তাঁর সুচিন্তিত পরামর্শ, ঐকান্তিক প্রার্থনা নিয়ে পাশে দাঁড়াতেন। আমার আধ্যাত্মিক জীবনের উৎকর্ষ সাধনে মামার অবদান ছিল অতুলনীয়। তাঁর সহজ- সরল জীবন; অল্পতেই সন্তুষ্ট, সুখী সদাহাস্যোজ্জ্বল মধুমাখা মুখমণ্ডল, রসিকতা আমার জীবনকে স্পর্শ করেছে। বাবাকে হারিয়েছিলাম প্রথম ব্রত গ্রহণ/ সিস্টার হওয়ার এক মাস পর; যে দিন বাড়ীতে আনন্দোৎসব, ধন্যবাদ খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করার কথা ছিল, সেদিন মামা বাবার আত্মার কল্যাণে মীসা দিলেন। হৃদয়-মনে ছিল কষ্টের বোঝা। মামা বলেছিলেন "বালিকা" *(এ নামে সম্বোধন করতেন)* ঈশ্বর তোমাকে ভালোবাসেন, তাই ভালোবাসার মানুষ তোমার বাবাকে স্বর্গে তুলে নিলেন যেন তুমি ব্রতীয় জীবনে ঈশ্বর ও মানুষকে ভালোবেসে, সেবা দান করে ভালোবাসার সাক্ষ্য দান করতে পারো।" কি সাংঘাতিক কথা! তারপর মামার যাজকীয় জীবন, আমার ব্রতীয় জীবনে ৩৫ বছর মামার সাথে যাত্রা করলাম। এই জীবনের সফলতা-বিফলতা, কঠিনতা-মধুরতা, জাগতিকতা-আধ্যাত্মিকতা, রূপ, রস- মাধুর্য্যতা সব কিছুতেই মামার সহযোগিতাসহ মর্মিতা, উৎসাহ-অনুপ্রেরণা পেয়েছি। গরীব, দুঃখী,অসহায়, এতিম, বিধবাদের প্রতি মামার দরদী প্রাণ ছিল গভীর। মৃত্যুর ঠিক দুইদিন আগে তিনি এক সপ্তাহব্যাপি রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের কাটাডাঙ্গা ধর্মপল্লীতে ছিলেন। সাথে ছিলেন মাসী সিস্টার নিবেদিতা এসএমআরএ। ঐ ধর্মপল্লীর একজন এতিম মেয়ে "সোহাগী" যে অবলেট হাউজে কর্মসহযোগী ছিলেন অনেক বছর, ওর বিয়ের আশীর্বাদ দিতে মামা এসেছিলেন। মামা ছিলেন একজন কঠিন পরিশ্রমী প্রাণবন্ত পালক; বাণী প্রচারক, ঐ ধর্মপল্লী গঠনের মিশনারী। তাই তিনি প্রতিটি গ্রাম ঘুরেছেন, খবর নিয়েছেন, পরিবারগুলো কেমন আছে। যদিও বর্তমানে আমি বোর্ণী ধর্মপল্লীতে আছি, চিকিৎসার কারণে রাজশাহীতে গিয়েছিলাম এবং ৯ ও ১০ ফেব্রুয়ারি মামার সাথে বেশ গল্প করার সুযোগ পেয়েছিলাম। এক পর্যায়ে মামা হেসে হেসে বললেন, "এখন আমি রাজশাহী ধর্মপ্রদেশে "নায়র" আসতে পারি। কারণ আমার বালক ব্রাদার প্লাসিড রিবেরু সিএসসি বালিকা সি চন্দ্রা পিমে আর তুমি, তোমরা তিনজনই এই ধর্মপ্রদেশে কাজ করছো।" আমি বললাম "মামা,তাহলে আগামী বছর আসার পথে প্রথম স্টেশন বিরতি হবে বোর্ণী।" উত্তর ছিল "যদি বেঁচে থ াকি।" তারপর দুইদিন না যেতেই "মামা, বেঁচে নেই" তীরবদ্ধ খবরটি পেলাম। হ্যাঁ, মামা: ভালোবাসাময় মানুষটি, ভালোবাসা দিবসে ১৪ ফেব্রুয়ারি চলে গেলেন অনন্ত ভালোবাসার রাজ্যে। প্রার্থনা করি ফাদার হেনরী প্রিয় মামার আত্মার চিরশান্তির জন্যে, সেই সাথে মামার নিকটও প্রার্থনা করি যেন প্রেমপূর্ণ সেবা দান করে মানুষের মাঝে হয়ে উঠতে পারি -ভালোবাসার মানুষ-ঈশ্বর-মানবপ্রেমী॥ ❑

ছবিতে ফাদার হেনরী রিবেরু'র সাথে লেখিকা

হে ভালবাসা

শৈবাল এস গমেজ

বড়দিনের কীর্তন প্রতিযোগিতা চলছে, বটমলী স্কুল প্রাঙ্গণে। করোনার এই পরিস্থিতিতে, খুব সচেতনমূলক ভাবেই আয়োজনটি করা হয়েছে। বিভিন্ন জায়গা থেকে শুধু প্রতিযোগিরা এসেছে। আমি সাভার রাজাসনের হয়ে এসেছি। তবে আমি থাকি ফার্মগেট রাজাবাজার দিদির বাসায়। ওখানে থেকেই পড়াশুনা করছি।

প্রতিযোগিতায় মোট আটটি দল ছিল। এরমধ্যে আমাদের একটি। খুব নামিদামি বিচারকরাও এসেছিল। আটটি দলের মধ্যে দুটি দল ছিল মেয়েদের। এর মাঝে একটি প্রজ্ঞালয় হোস্টেলের এবং অন্যটি শান্তিরাণী হোস্টেলের। তবে প্রজ্ঞালয় হোস্টেলের মেয়েদের সাজসজ্জা খুব আকর্ষণীয় ছিল। সবাই সবুজের মাঝে সোনালী রঙের শাড়ি পড়েছে। এদের মধ্যে থেকে একটি মেয়েকে দেখে আমার খুব ভাল লেগেছিল, বলা যেতে পারে প্রথম দেখাতেই প্রেমে পড়া। তবে একটি লক্ষণীয় বিষয় ছিল যে মেয়েটিও আমাকে কিছুক্ষণ পরপর লক্ষ্য করছিল।

প্রতিযোগিতা শেষ, এখন ফলাফল প্রকাশের পালা। ফলাফল প্রকাশের বেলায় দেখা গেল যে, আমরা রানার্স আপ হই এবং চ্যাম্পিয়ান হয় প্রজ্ঞালয় হোস্টেলের মেয়েরা। বিকাল চারটায় ফলাফল প্রকাশিত হয়। ফলাফল প্রকাশের পর যখন প্রতিযোগিতা শেষ হয়ে গেল, দেখলাম সবাই সবার মতো চলে যাচ্ছে। আমি চলে যাবার সময় ঐ মেয়েটিকে খুঁজতে লাগলাম। দেখলাম একটি গাছের নিচে একা দাঁড়িয়ে আছে, বুঝতে পারছিলাম না গিয়ে কি কথা বলব নাকি বলব না। যাই হোক মনে সংকোচন নিয়েই পা বাড়ালাম মেয়েটির দিকে। সামনে গিয়ে হাতটি বাড়িয়ে বললাম –

- Congratulation. ও হাত না বাড়িয়েই উত্তর দিল –
- Thank you
- আমি সৃজন আর আপনি?
- আমি অরিত্রী।
- ও! তোমরা তো খুব ভাল কীর্তন করলে।
- ধন্যবাদ। আপনারাও তো কম নয়, একটুর জন্য আমরাই হেরে যেতাম।
- আরে না। তোমরা যে ভালভাবে উপস্থাপনা করলে কীর্তনটি। যাই হোক আমি এখানেই রাজাবাজার থাকি দিদির বাসায় আর আপনি কি প্রজ্ঞালয়ে থাকেন?
- না, আমি মনিপুরী পাড়ায় পিসির বাড়িতে থাকি। আর কিছু বলার আছে না হয় আমায় এখন যেতে হবে।

আমি একটু আমতা আমতা করে বললাম–

- না, মানে তোমার ফোন নাম্বারটি কি পাওয়া যাবে?
- কেন? ফোন নাম্বার দিয়ে কি হবে?
- না– মানে, কিছু না এমনি! আচ্ছা ফেসবুকের আইডিটা.....
- হু, মারীয়া অরিত্রী রোজারিও। আচ্ছা ঠিক আছে আমাকে এখন যেতে হবে, আমাকে ডাকছে আমি যাই।

বলেই, একটুও সময় না নিয়েই চলে গেল। যাবার আগে একবার শুধু পেছনের দিকে তাকাল।

সন্ধ্যার মধ্যেই ওর নাম্বারটি আমি পেয়ে গেলাম। নাম্বার পেয়ে রাতে প্রায় দেড় ঘন্টা কথা হলো ফোনে এবং বলে যে আগামীকাল বিকেলে সংসদ ভবনের সামনে ওর জন্য যেন অপেক্ষা করি। আমি বললাম, বিকেলটা কি অনেক দেরি হয়ে গেল না আর একটু আগে হলে কি ভাল হয় না? ও উত্তরে বলল– না, বিকেল মানে বিকেল, অন্য সময় আমার কাজ আছে। আমার আর কি করার, অসহায় বালকের মতো হ্যাঁ বলা ছাড়া কিছুই ছিল না, তাই বললাম ঠিক আছে, তবে আমার ইচ্ছা নয়, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।

বিকেল এখন বাজে সাড়ে চারটা। ও আমাকে বলেছিল পাঁচটায় আসতে, আমি আগেই এসে ওর জন্য অপেক্ষা করছিলাম। অরিত্রী ঠিক পাঁচটা বেজে দশ মিনিটে এল। এসেই একটা মিষ্টি হাসি দিয়ে বলল– কেমন আছো? আমি ঠিক কি বলব বুঝতে পারছিলাম না কারণ ও (অরিত্রী) আমার সামনে আসলেই আমার সাজানো পৃথিবীটা এলো-মেলো হয়ে যায়, মনে হয় মনে যেন কি একটা হয়ে যাচ্ছে এবং আমি পুরোপুরি যেন বাকরুদ্ধ হয়ে পড়ি। এবারও ঠিক তাই হলো, আমি কিছু বলতে পারছিলাম না, শুধু ওর দিকে চেয়েই আছি। আমি নীরবে দাঁড়িয়ে আছি বলে ও আমাকে বলল– "ওহে কবি নিরব কেন? আমি যে এসেছি তোমার ধরায়"। কি মিষ্টি করে কথা বলে ও, মনে হয় বিধাতা যেন ওর মুখে কোন এক ঐশ্বরিক ক্ষমতা দিয়েছে কথা বলার। এবার অরিত্রী একটু রাগ করে বলল – 'এই কি হলো তোমার' আমি আমার অজান্তেই বলে ফেললাম "আই লাভ ইউ"। ও হতবাক হয়ে বলল, কি বললে? এবার আমার হুস এলো, মনে হলো কিছু একটা ভুল বলে ফেলেছি যা ও পছন্দ করে নি। তাই আমি বললাম– না কিছু না। ও বলল– না কিছু একটা বললে এখন। কই নাতো কিছু বলিনি তো, ছাড় এসব এখন বলো কি খাবে, ফুচকা না চটপটি? আরে না কিছু খাব না, তার চেয়ে চলো একটু ঐ দিকটায় বসি। হ্যাঁ চলো।

দুজনে সংসদ ভবনের দিকে মুখ করে বসে প্রায় এক ঘন্টা গল্প করলাম। দুজন দুজনের বিষয়ে অনেক কিছু বলাবলি হলো, একটু হাসি ঠাট্টায়, একটু আনন্দে ও মজায় সময়টি পার হল। মনে হল যেন আমরা একজন আরেক জনের খুব পরিচিত মানুষ, অনেক আগে থেকেই আমাদের পরিচয়, দুজন দুজনকে চিনে।

হঠাৎ করে উঠে বলল– "এখন আমি যাই, অনেকটা সময় হয়ে গেল এখন যাবার পালা"। আমি বললাম– "এখনই চলে যাবে? কেন? ভালই তো লাগছিল, আর একটু সময় থাকো না"। "না, আর দেরি করা চলবে না, দেরি হলে পিসি রাগ করবে"। "ঠিক আছে আর কি করার তবে কাল কখন আবার দেখা হবে?"। "সময় হলে সব বলে দেব, এটা তোমার জন্য"। ব্যাগ থেকে অরিত্রী একটা খুব সুন্দর ও আকর্ষণীয় খাম এবং একটা ছোট গিফট দিল আমায় এবং বলল – "এটি এখন দেখবে না বাসায় গিয়ে দেখবে" । "ঠিক আছে, কিন্তু তুমি আমায় গিফট দিতে গেলে কেন"? "কেন তোমার কি পছন্দ হয়নি"? "না, না তা নয় খুব পছন্দ হয়েছে, কিন্তু....." "কোন কিন্তু নয় এটি তোমার জন্য এনেছি কোন প্রশ্ন না করে এটি নিতে হবে। আর হ্যাঁ, রাতে ফোন দিও এখন আমি যাই বাই, বাই।"

আমি অবাক হয়ে অরিত্রীর যাবার পথে তাকিয়ে রইলাম।

রাতে পড়ার টেবিলে যখন আমি একা ছিলাম তখন খামটি খুলে দেখলাম, খামটিতে একটি খুব সুন্দর করে তৈরীকৃত একটা চিঠি। চিঠিতে লেখা ছিল–

"প্রিয় সৃজন,

প্রথমেই আমার ভালবাসার শুভেচ্ছা নিও। আমি জানি তুমি আমায় ভালবাস। আমিও তোমায় ভালবাসি তোমাকে দেখার পরই আমার খুব ভাল লেগে গিয়েছিল। তোমাকে দেখার জন্য প্রতি নিয়ত আমার মন হাহাকার করে, ছুটে যেতে ইচ্ছা করে তোমার কাছে। কিন্তু পারি না তোমার জন্য আমার মনের কিছু কথা–

আমাকে ভালবাসতে হবে না,
ভালবাসি বলতে হবে না।
মাঝে মাঝে গভীর আবেগ নিয়ে
আমার ঠোঁট দুটো
ছুঁয়ে দিতে হবে না।
কিংবা আমার জন্য রাত জাগা
পাখিও হতে হবে না।
অন্য সবার মতো আমার সাথে
রুটিন মেনে দেখা করতে হবে না।
কিংবা বিকেল বেলায় ফুচকাও
খাওয়াতে হবে না।
এতো অসীম অসংখ্য "না" এর ভিড়ে
শুধুমাত্র একটা কাজ করতে হবে।

আমি যখন প্রতিদিন
একবার "ভালবাসি" বলব
তুমি প্রতিবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে
একটুখানি আদর মাখা গলায় বলবে
"পাগলি"।
এই ছিল শুধু আমার কিছু বলার। ভাল থেকো,
সুস্থ থেকো।

ইতি অরিত্রী।"

আমি চিঠিটা পড়ার পর পুরোপুরি হতবাক হয়ে পড়লাম। আমি কি চিন্তা করব বা কি চিন্তা করা দরকার তা পুরোপুরিভাবে ভুলে গেলাম। হঠাৎ করে পেছন থেকে দিদি ডাক দিল খাবারের জন্য। আমি তাড়াহুড়ো করে আমার চিঠিটি লুকিয়ে রেখে রাতের খাবারের জন্য গেলাম। রাতের খাবার শেষ করার পর এবং ঘুমাতে যাবার আগে আমিও একটা চিঠি লেখলাম, কবি ত্রিদিব দস্তিদার এর একটা কবিতা দিয়ে,–

''প্রিয় অরিত্রী,

আমার ভালবাসা নিও। বুঝতে পারছিলাম না কি লিখে উত্তর দিব বা কি লিখব। তাই তোমার জন্য একটা কবিতা পাঠালাম যা আমার জীবনের সাথে মিল রয়েছে কবিতাটি হলো এই–

বুকের কার্বনে লিখে রেখেছি তোমার নাম
সহস্রবার
এই কার্বনে কারো নাম লেখা যাবে না আর
ক্ষয়ে গেছে তার জন্মের সহিষ্ণু আচার।
স্কুল জীবনে একবার প্রেমের নাম লিখতে
গিয়ে
উল্টো করে ধরে ছিলাম কার্বন
তাই কারো নাম উঠেনি সেদিন
আজ কার্বন ধরা লিখেছি আমি
কিন্তু তোমাকে অধরা জেনেছি এখনও
শুধু সহস্রবার লিখে রাখ
তোমার নাম বুকে নিয়ে
এক ব্যথিত কার্বন আজো বেঁচে আছি।

আমার মন শুধু তোমাকে পেতে চায়। জান সারা রাতে আমি ঠিক ভাবে ঘুমাতে পারি না।, কখন সকাল হবে, কখন তোমার সাথে দেখা করব এই শুধু ভাবি। আমি তোমায় অনেক ভালবাসি, সত্যিই ভালবাসি 'আই লাভ ইউ'। পরিশেষে তোমার মতোই বলতে চাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো এবং সব-সময় আমার সঙ্গে থেকো।

ইতি সৃজন

পরের দিনই চিঠিটি ও একটি ছোট গিফ্‌ট নিয়ে ওকে দিলাম। চিঠি ও গিফ্‌ট পেয়ে কি যে মহা খুশি হলো, যেন বড় কোন ধরনের একটা সম্পদ পেয়েছে। যা কিনা হারিয়ে গিয়েছিলো এখন খুঁজে পেয়েছে।

প্রায় পাঁচ মাস পর, দুজনে চন্দ্রিমা উদ্যানে একপাশে গিয়ে বসেছি। অরিত্রীর কোলে মাথা রেখে আমি শুয়ে আছি। আর অরিত্রী আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। হঠাৎ করে বলে উঠল

- আচ্ছা সৃজন একটা কথা বলি
- বলো কি বলবে
- কিছু মনে করবে নাতো।
- না, কিছু মনে করবো না বল।
- তুমি আমায় ছেড়ে কখনো চলে যাবে নাতো?
- ছি! এসব কি কথা। আমি তোমায় ছেড়ে কেন যাব? এসব কথা আর কখনো বলবে না, ও মুখেও আনবে না, ঠিক আছে?
- ঠিক আছে। আচ্ছা আমি যদি মারা যাই তুমি কি আমায় ভুলে যাবে?
- এবার কিন্তু আমার ধৈর্য্যের বাধ ভেঙ্গে যাচ্ছে। দয়া করে তুমি এসব কথা আর বলবে না।
- ঠিক আছে। আমার কেমন জানি মাথাটা ধরেছে, জানো মাঝে মধ্যেই আমার এখন মাথা ব্যাথা করে।
- কি? তুমি ডাক্তার দেখাও নি?
- হু, দেখিয়েছি। আজ সন্ধ্যায় রিপোর্ট দিবে। আচ্ছা আমি বরং যাই আমার খুব খারাপ লাগছে।
- ঠিক আছে চলো আমি তোমাকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে তারপর আমি বাসায় যাব।

অরিত্রীকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে আমি বাসায় চলে আসি। এসে আমার মনে অস্থিরতা বিরাজ করছিল। তাই ওকে ফোন দিলাম। ফোন দিয়ে দেখি কেউ ফোন তুলছে না। অনেকবার ফোন দেওয়ার পর যখন কেউ ফোনটি তুলছিল না আমার মন আরো অস্থির হয়ে ওঠে। তাই ঠিক করলাম আগামীকাল খুব সকালে মণিপুরী পাড়ায় অরিত্রীর পিসির বাড়ি যাব। যেমন কথা তেমন কাজ। সকালেই খোঁজ নেই অরিত্রীর কিন্তু বাসায় অরিত্রীর পিসা ছাড়া আর কাউকে পাওয়া গেল না। উনি আমাকে বললেন অরিত্রী কালই নাকি তার গ্রামের বাড়ি চলে গিয়েছে। আমি একটু অবাক হলাম যে, কোন কিছু না বলেই চলে গেল। আমি জিজ্ঞেস করলাম কবে ফিরবে? উত্তরে বললেন উনি জানেন না। তারপর জিজ্ঞেস করলাম ওর গ্রামের বাড়ি কোথায়? উত্তরে বললেন তুমিলিয়া। ঠিক আছে বলে আমি ঐ স্থানটি ত্যাগ করলাম।

প্রায় বাইশ বছর হলো। আমি প্রতিবছর তুমিলিয়ার এই কবর স্থানে আসি এবং সুদীর্ঘ সময় ধরে থাকি শুধু তোমার পাশে। আমি কথা দিয়েছিলাম আমি সারা জীবন তোমার পাশে থাকবো। আমার কার্বনে আজো কারো নাম লিখিনি, কাউকে লিখতেও দেইনি।

প্রায় একমাস পর তোমার চিঠি আমি পেয়েছিলাম। চিঠিতে লিখেছিলে,

আমার প্রিয় সৃজু,

আমার ভালবাসার অর্ঘ্যডালি তুমি গ্রহণ কর। আমার অনেক ইচ্ছে ছিল তোমার সাথে সারাটা জীবন পার করব। কিন্তু তা আর হয়ে উঠল না। সত্যিই আমার অনেক ইচ্ছা তোমার সাথে তোমার জীবনের শেষ পর্যন্ত থাকবো। কিন্তু বিধাতার পরিকল্পনায় আমার ইচ্ছেগুলো বাঁধা পেয়ে গেল। তোমায় ছেড়ে যেতে আমার একদম ইচ্ছে করছে না। বিশ্বাস করো তোমায় নিয়ে আমার অনেক স্বপ্ন ছিল, অনেক পরিকল্পনা করেছি তোমায় নিয়ে। আমার স্বপ্ন ছিল আমার গ্রামে এসে খুব সুন্দর একটা জায়গা দেখে ঘর বানিয়ে খুব সুখে দুজনে বাস করব, স্বপ্ন ছিল জ্যোৎস্না রাতে তোমার সাথে সারা রাত জেগে থেকে দুজনে জ্যোৎনার যে আলোর খেলা তা আমরা উপভোগ করবো। আরও অনেক স্বপ্ন ছিল তুমি শুনলে পাগল হয়ে যেতে। পুরনো দিনের স্মৃতিগুলো আজ খুব মনে পড়ছে। খুব মনে পড়ছে সেই প্রথম যেদিন দেখা হলো এবং কিভাবে কি কথা হলো, সব মনে পড়ছে। আমি আর লিখতে পারছি না আমার মাথা খুব ধরেছে, মাঝে মধ্যে অন্ধকার দেখছি। তবে হ্যাঁ শেষ বলে যাই 'আই লাভ ইউ'।

ইতি অরিত্রী

তোমার এই চিঠি আজো বুকে জড়িয়ে বেঁচে আছি। তুমি আমায় ছেড়ে গেলেও আজো আমি কিন্তু তোমায় ছেড়ে যাইনি। তুমি শুধু আমার হয়েছিলে, এবং আছো এবং থাকবে। ও প্রতি বছরই আমি তোমার কাছে আসবো, তোমায় সাথে সময় কাটাতে এই স্থানে। যেখানে তুমি চির শান্তিতে ঘুমাচ্ছ॥ ❑

ভালবাসি

সপ্তর্ষি

নীল আকাশের সপ্ত তারার মতো
সবার আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রেখে
আমাকে কি তুমি নিজের ভেবে
কখনো খুঁজো সহস্র মানুষের ভীড়ে?

ঘুমের ঘোরে স্বপ্নে আর কল্পনাতে
তুমি আসো আমার হৃদয় দুয়ারে
যখনই ভাবি বাস্তবতায় নাই আমি
কি করে বলি তখন তুমি আমারই?

ঝরে পড়া গাছের শুকনো পাতার মতো
জীবনটা আমার হচ্ছে নিঃশেষিত
ভাবি, তোমার স্পর্শে সজীব হবো
নতুন করে জীবনটাকে গড়ে তুলবো।

যখনই তোমাকে পাশে খুঁজে পাই
বলতে পারিনা সেই না- বলা কথাটি
তবুও ভাবি তুমি শুধু আমারই
আমি তোমাকে অনেক ভালবাসি।

কবিতার পাতা

স্বাগতম ভালোবাসা

সিস্টার মেরী অরিলিয়া এসএমআরএ

ছোট সেই মধুর হাসি
প্রাণে জাগাচ্ছে পুলক,
নিরবিচ্ছিন্ন মনে ভালোবাসা
প্রাণে জাগাচ্ছে গভীর ঝলক।
তোমার মুখের উজ্জ্বলতায়
আমি হারিয়েছি সকল ব্যাথা
মন যেন আজ বলতে চাচ্ছে
ভালোবাসার না বলা কথা।
জীবন সেজেছে আজি
নবরূপ রঙ্গীন সাজে,
চোখ বন্ধ করলে তোমায় দেখি
আমার ব্যস্তময় সমস্ত কাজে।
নীরবে তুমি কেন আস
এই ছোট হৃদয়ে?
ভালোবাসার সমুদ্রে ভাসিয়ে
নিমিষেই যাও হারিয়ে ।
তোমাকে আজ ছুঁতে চাচ্ছে
অবুঝ এই মন,
ফিরে এসো নীরব স্রোতে
আমার ভালোবাসাকে জানাবো সুস্বাগতম।

বসন্ত

ইভেট মিথিলা নাথানিয়েল

শীতের করুন রুক্ষতা গেল,
বসন্ত নতুন মহিমায় এল।

গাছে নতুন শোভা পেল,
ফুলে ফুলে ভরে গেল।

মৌমাছিরা মধু নিল,
কোকিলটি ঐ শিস দিল

আকাশ বাতাস রঙিন হলো,
স্নিগ্ধ মধুর সুবাস ছড়াল।

কবি নতুন ছন্দ পেল,
ঋতুরাজ বসন্ত এলো।

লাল বসন্ত

পদ্মা সরদার

জানিয়েছে বারতা আগাম
ফুলে ফুলে ভরেছে শিমুলের ডাল
পাখির কণ্ঠে গান খুশি সীমাহীন
দুয়ারে ডাকিছে বসন্তদিন।
এসেছে লাল বয়ে নিয়ে
শীতেরে দিয়েছে বিদায়
বিরহ ভারে লিখে দিবে চিঠি
সকল ঝরা পাতার গায়।
এসেছে নতুনের সাজে
ঝরিয়ে পুরানো স্মৃতি
সাজিয়ে দিয়েছে রঙ্গিন ফুলে
মিষ্টি রোদে ভাসিছে তার সুরভী।
এসেছে লাল বসন্ত
প্রেম আর পাগলামিতে
উজাড় করে দিয়েছে সমস্ত সৌন্দর্য
বিলিয়ে দিয়েছে সকল প্রানের দ্বারে।
লাল টকটকে শিমুল ছুয়ে ছুয়ে
আলতো করে বুলিয়ে যায় পাখির
পালক
হৃদয় নাচে সেই সুরের তালে
বসন্তের লালে।

হাজার বছর দাঁড়িয়ে আছি

মার্সেল কান্টা

হাজার বছর দাঁড়িয়ে আছি,
দেবালয়ের দ্বারে-
প্রণাম করা হলোনা মোর,
খ্রিস্টদেবতারে।।
গোলাপ চাঁপার পূজার থালায়,
প্রভুর চরণে কে দেবে আমায়?
প্রতিদিন থাকি মিলন আশায়,
জগৎ সংসারে।।
আনমনে ফুটি আঁধার সাঁঝে,
ভোর না হতেই মরণ কাছে,
লুটায়ে পড়ি ধূলার মাঝে,
জীবন পথের ধারে।।
জনম জনম ভেবে মরি,
কোন পথে যায় আশার তরী?
ওরে, কোন ঠিকানায় থাকে হরি?
দূর অজানার পাড়ে?

ভারাক্রান্ত মনে

মিল্টন রোজারিও

কত! আর কতজনকে তুমি এমন করে
আমাদের বন্ধন থেকে,
ছিন্ন করে কেড়ে নেবে!
এখন সব কিছুই কেমন জানি
নিস্প্রভ মনে হচ্ছে!
বেছে বেছে জলজ্যান্ত মানুষগুলো
ভোরের শেফালীদলের মত ঝরে যাচ্ছে!
নিপুদা, কমলদা কত প্রিয় সবার আপনজন
প্রতিটি মহাউৎসব তাদের ছাড়া কি চলে?
গান ছাড়া কি কোন উৎসব জমে, না হয়?
এখন আমাদের উৎসাহিত করবে কে?
দল বেঁধে বিভিন্ন দূতাবাসে ঘুরে ঘুরে
ক্রিসমাস ক্যারল পরিবেশন করবে কে?
তোমার আসরে বসে কখন যে রাত
ভোর হয়ে যেতো ঘুণাক্ষরেও
কেউ টের পেতো না!
কমলদা মনে আছে, তেজগাঁও গির্জার
প্রাঙ্গণে কীর্তন গানের প্রতিযোগিতা হচ্ছিল,
আমাদের আঠারোগ্রামের কীর্তনকে
তোমরা বিচারকেরা বলেছিলে,
এটা কীর্তন নয়!
আমি প্রতিবাদ করেছিলাম;
তুমি আমাকে বলেছিলে,
এখন কথা বলবো না,
পরে তোমার সাথে কথা হবে
আমি রাগে গজগজ করে
দূরে সরে এসেছিলাম;
তারপর আর কোন কীর্তনের
প্রতিযোগিতায় যাই নাই।
এখন কার কাছে আবার
প্রতিবাদ করবো দাদা?
তুমি এমন করে আমাদের
কাঁদিয়ে চলে যাবে,
ভাবতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে,
তাই ভারাক্রান্ত মনে
ঈশ্বরের পরিকল্পনার কথা ভাবছি!
তুমি নিপুদা চিরদিন থাকবে আমাদের সাথে
প্রতিটি আরাধনায়, প্রার্থনানুষ্ঠানে,
খ্রিস্টীয় যজ্ঞানুষ্ঠানের সুরে সুরে,
গানে গানে।

ভালবাসাই অসুখের মহৌষধ

জাসিন্তা আরেং

এক ছোট্ট শহরে মহুয়া ও মঞ্জুরী দুই বান্ধবী বাস করত। মহুয়ার বাবা ও মা তাদের একমাত্র সন্তান মহুয়াকে নিয়ে খুবই সুখী ছিলেন। মহুয়াকে ঘিরেই ছিল তাদের সকল স্বপ্ন ও বেঁচে থাকার প্রেরণা। অন্যদিকে, মঞ্জুরী ছিল প্রতিবেশি বাড়ির এক মেয়ে এবং মহুয়ার সবচেয়ে কাছের ও প্রিয় বন্ধু। তারা একসাথে স্কুলে যেতো ও খেলাধুলা করতো। মঞ্জুরীর বাবা তাকে কখনো কাছে ডাকতো না, ভালোও বাসতো না। তার সাথে কখনও ভালো ব্যবহার করতো না। তার বাবা বেকার থাকায় মঞ্জুরীর মা-ই সংসারের যাবতীয় খরচ চালাতো। কাজে ব্যস্ত থাকার ফলে তিনিও তাকে সময় দিতে পারতেন না। বাড়ির এক কোণায় মঞ্জুরী একা-একা পড়ে থাকতো। মহুয়ার সাথে বন্ধুত্ব হবার পর থেকে মহুয়া মাঝে-মাঝে এসে তার বাড়িতে নিয়ে যায়। তার সাথে গল্প-গুজব করে ও খেলাধুলা করে।

বরাবরের মতই মহুয়া খেলা শেষ করে মঞ্জুরীকে তার বাড়িতে নিয়ে গেল। মহুয়ার বাবা তাদের হাত-মুখ ধুয়ে আসতে বলল। তারা দুজনই চট করে হাত-মুখ ধুয়ে আসল। ফিরে এসে দেখল টেবিলে তাদের জন্য টিফিন রাখা আছে। মহুয়ার মা পাশে বসে মহুয়া ও মঞ্জুরীকে মুখে তুলে খাইয়ে দিল। মঞ্জুরী তার মা-বাবাকে ভীষণভাবে স্মরণ করছিল আর ভাবছিল মহুয়ার বাবা-মায়ের মত যদি তার বাবা-মাও হতো, তবে কতই না ভালো হতো। মহুয়ার মা মঞ্জুরীর অশ্রুসজল চোখ মুছিয়ে বলল, তোমার মা-বাবাও তোমাকে ভালবাসে কিন্তু তা প্রকাশ করতে পারে না। তাই মন খারাপ করো না, একদিন তুমি তা উপলব্ধি করতে পারবে। মঞ্জুরীও তাতে সায় দিয়ে বাড়ি চলে গেল।

পরদিন সকালে মহুয়া মঞ্জুরীকে স্কুলে নিয়ে যাওয়ার জন্য তার বাড়িতে যায়। সে গিয়ে দেখে মঞ্জুরী এখনও বিছানা থেকে উঠেনি, হঠাৎই তার শরীর খারাপ হয়ে পড়েছে। মহুয়া মঞ্জুরীর বাবা-মাকে কোথাও দেখতে না পেয়ে তার বাবা-মাকে নিয়ে আসল। মহুয়ার মা-বাবা মঞ্জুরীর অবস্থা শোচনীয় দেখে তৎক্ষণাৎ পাশের হাসপাতালে নিয়ে গেল। তারা তার বাবা-মাকে খবর দিল। অন্যদিকে, ডাক্তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর জানালো যে, মঞ্জুরীর শরীরে কোন এক মরণব্যাধি বাসা বেঁধেছে যা কোনদিন ভাল হবে না। এমন সময় মঞ্জুরীর মা-বাবা উপস্থিত হলো। তার মা কথাটি শুনে জ্ঞান হারানোর উপক্রম হলো। তারা তখন উপলব্ধি করলো যে, তারা মঞ্জুরীকে কখনও ভালবাসেনি, সময় দেয়নি, সর্বদা তাকে অবহেলা করেছে। ফলশ্রুতিতে আজ তাদের মেয়ে মরণব্যাধির সাথে লড়াই করছে। মঞ্জুরীর মা ডাক্তারের হাত-পা ধরে অনুরোধ করলেন, যেকোনভাবে তার মেয়েকে সুস্থ করে তোলার জন্য কিন্তু ডাক্তার বললেন, 'আমি নিরুপায় মা', যদি উপায় থাকতো, তবে আমি নিশ্চয় চেষ্টা করতাম। এখন আর তাকে সুস্থ করা সম্ভব নয়। তবে যতদিন বেঁচে থাকবে, তার প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখার চেষ্টা করুন। জীবনের শেষ দিনগুলো যেন সে আনন্দে কাটাতে পারে তা নিশ্চিত করা আপনাদেরই দায়িত্ব।

মহুয়া তার বান্ধবীর এ করুণ অবস্থা দেখে খুবই কষ্ট পেল। তার মা-বাবা তাকে সান্ত্বনা দিল। মঞ্জুরীর সাথে দেখা হতেই তার মা তাকে আদর করে বুকে টেনে নিল। তার মা তার ভুল বুঝতে পেরে মঞ্জুরীকে বলল, মা, আমাদের ক্ষমা করে দাও। আমরা তোমাকে অনেক অবহেলা করেছি। তুমি চিন্তা করো না, তোমার অসুখের ঔষধ খুঁজে নিয়ে আসব আমরা। তুমি সুস্থ হয়ে যাবে। মঞ্জুরী শিশিরের মত নরম গলায় বলল, মা, তোমাদের ভালবাসাইতো আমার অসুখের মহৌষধ। আমার আর কোন ঔষধের প্রয়োজন নেই। তার বাবা দূরে দাঁড়িয়ে কান্না করছিলেন, কাছে আসার সাহস পাচ্ছিলেন না। তখন মঞ্জুরী তাকে ডেকে বলল, বাবা, ভালবাসবে তুমিও? তার বাবা মঞ্জুরীকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। মঞ্জুরী মহুয়ার মাকে বলল, আন্টি আপনি ঠিকই বলেছিলেন, আমার মা-বাবা আমাকে খুব ভালবাসে; আজ আমি তা উপলব্ধি করতে পেরেছি। এরপর তারা মঞ্জুরীকে হাসপাতাল থেকে বাড়ি নিয়ে গেল এবং বাকি দিনগুলো একত্রে আনন্দসহকারে কাটাতে লাগল। এভাবেই একটি পরিবারের অপূর্ণতা পূর্ণ হলো ভালবাসা দিয়ে।

তাহলে বন্ধুরা, এসো আমরা আমাদের বাবা-মায়ের ভালবাসা যেকোন পরিস্থিতিতে উপলব্ধি করার চেষ্টা করি এবং আমাদের সম্পর্ককে ভালবাসা দিয়ে গড়ার চেষ্টা করি॥❑

এসেছে শীত জেঁকে

খ্রীষ্টফার পিউরীফিকেশন

এসেছে শীত জেঁকে
নিত্য এখন থেকে
থরথরিয়ে কাঁপবে মানুষ
ঠাণ্ডায় যাবে বেঁকে।
আগুনে আর গরম জামায়;
শীত যাবে না কমে,
হাড়কাঁপানো শীতের দাপট
বাড়বে দমে দমে।

এসেছে শীত আবার
সময় কখন যাবার?
সবাই জানে শীতের মাসে
প্রাণ হবে সাবাড়।
বসেছে শীত জেঁকে,
জবুথবু পুরো দেশই;
শীতের শুরু থেকে।

পোপ মহোদয় সাধু পিতরের মহামন্দিরে ভস্ম বুধবারের উপাসনা করবেন

রোমের সময় সকাল ৯:৩০ মিনিটে সাধু পিতরের মহামন্দিরের বেদীতে ভস্ম আশির্বাদ ও পরে তা বিতরণের মধ্যদিয়ে শুরু হবে ভস্ম বুধবারের পবিত্র খ্রিস্টযাগের উপাসনা। পোপ মহোদয় তাতে পৌরহিত্য

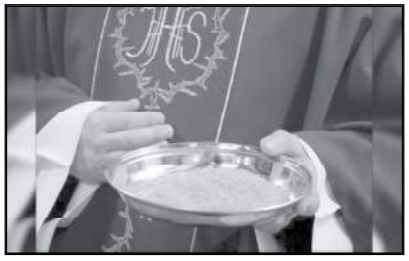

করবেন। ভাতিকানের প্রেস অফিস এক বিবৃতিতে জানায়, স্বাস্থ্য ঝুঁকিকে মাথায় রেখে উপাসনা অনুষ্ঠান খুব সীমিত সংখ্যক লোকের উপস্থিতিতে হবে। ঐদিন জনগণের সাথে পোপ মহোদয়ের সাধারণ পরিদর্শন অনুষ্ঠানটি হবে না। বিবৃতিটি আরো প্রকাশ করে যে, ২০২১ খ্রিস্টাব্দের প্রায়শ্চিত্তকালীন উপদেশ দান করবে কার্ডিনাল রানিয়েরু কাতালেমেস্সা ওএফএম যার বিষয়বস্তু হলো : "আমি কে এ বিষয়ে তোমরা কি বল? *(মথি ১৬:১৫)*।" গত বছর আগমনকালে ভাতিকান সিটির ৬ষ্ঠ পল হল রুমে অনুষ্ঠিত আগমনকালে যে ধ্যান সম্পন্ন হয়েছিল তারই ধারাবাহিকতায় প্রায়শ্চিত্তকালের উপদেশ দান পর্ব। এতে অংশগ্রহণের জন্য কার্ডিনালগণ, বিশপগণ, রোমান কুরিয়ার সদস্যরা, রোম ভিকারিয়েটের পোপীয় বাসস্থানের সদস্যরা, বিভিন্ন ধর্মসংঘের প্রধানগণ আমন্ত্রিত হয়েছেন। উপদেশ অনুষ্ঠানটি পোপ মহোদয়ের উপস্থিতিতে ২৬ ফেব্রুয়ারি, মার্চ ৫, ১২ ও ২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে।

বিশপ সিনডে সহকারি সচিবের দায়িত্ব পেলেন একজন নারী

গত ৬ ফেব্রুয়ারি রোজ শনিবার দুইজনকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে আণ্ডারসেক্রেটারি বা সহকারী সচিব পদে। তাদের একজন ফরাসি নারী সিস্টার নাতালি বেকা ও অন্যজন স্পেনের যাজক লুইস ম্যারিন দে সান মার্তিন।

এই নিয়োগের মধ্যদিয়ে পোপকে পরামর্শ দেওয়াসহ চার্চের বিভিন্ন বিষয়ে মতামত দেওয়ার অধিকার পাবেন তিনি। তাছাড়া, পুরুষ-সর্বস্ব এই পরিষদে তিনি পাবেন ভোট দেওয়ার অধিকারও।

বর্তমান বিশপ পরিষদে ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে কনসালটেন্ট হিসেবে কাজ করে এসেছেন ফ্রান্সের 'জাভিয়ে মিশনারি সিস্টার্স' এর সদস্য ৫২ বছর বয়সী সিস্টার নাতালি বেকা। এই নিয়োগের মধ্যদিয়ে পোপ নারীর ক্ষমতায়নের পথে আরেক ধাপ অগ্রগামী পদক্ষেপ নিলেন। বিশপ সিনডের সেক্রেটারী জেনারেল কার্ডিনাল মারিও গ্রেচ বলেছেন, "একটি দ্বার খুলে গেল।"

এর মধ্যদিয়ে চার্চে বুদ্ধিবৃত্তিক এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার মতো বিষয়গুলোতে নারীদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর ব্যাপারে পোপের আকাঙ্ক্ষারই প্রতিফলন ঘটেছে বলে মন্তব্য করেছেন কার্ডিনাল গ্রেচ।

(সিনড অব বিশপস) বা বিশপ পরিষদে নারীরা এতদিন তদারককারী এবং কনসালটেন্ট হিসাবেই কাজ করে এসেছেন। পরিষদ থেকে পোপ মহোদয়ের কাছে কোনও চূড়ান্ত নথি পাঠানোর ক্ষেত্রে তাতে ভোট দেওয়ার অধিকার ছিল কেবলমাত্র 'সিনড ফাদারদের'; অর্থাৎ, নির্দিষ্ট বিশপদের॥

- তথ্যসূত্র : *news.va*

সর্বজনীন মঙ্গলের জন্য কাজ করতে মিয়ানমার নেতৃবর্গকে অনুরোধ করেছেন পোপ মহোদয়

গত ৭ ফেব্রুয়ারি রোজ রবিবার পোপ ফ্রান্সিস মিয়ানমারের জনগনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে মিয়ানমারের নেতৃবর্গকে আহ্বান করেন যেন তারা সর্বজনীন মঙ্গলের জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেন। দূত সংবাদ প্রার্থনার পর পোপ জানান যে, তিনি মিয়ানমারের উন্নয়ন মনোযোগের সাথে অনুসরণ করছেন। ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে প্রৈরিতিক সফরের পর পোপ মহোদয়ের অন্তরে একটি বিশেষ স্থান করে নিয়েছে মিয়ানমার। পোপ ফ্রান্সিস বলেন, বর্তমানের নাজুক এই সময়ে, আমি আমার আধ্যাত্মিক নৈকট্য ও প্রার্থনার মধ্যদিয়ে মিয়ানমারের জনগণের সাথে সংহতি প্রকাশ করছি। তিনি আরো বলেন, আমি প্রার্থনা করছি রাজনৈতিক দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিদের জন্য যেন তারা সর্বজনীন মঙ্গল, সামাজিক ন্যায্যতা বৃদ্ধি ও দেশের স্থিতিশীলতার জন্য আন্তরিক সদিচ্ছা নিয়ে এগিয়ে আসেন। যার ফলে সম্প্রীতি ও গণতান্ত্রিক সহাবস্থান আসবে। এরজন্য সকল বিশ্বাসীবর্গকে প্রার্থনা করার অনুরোধ করা হয়।

একই দিনে মিয়ানমারের সামরিক ক্যু'র বিরুদ্ধে বছরের সবচেয়ে বড় প্রতিবাদ সমাবেশ সংগঠিত হয় এবং অন সাং সুচির মুক্তি দাবি করা হয়। মিয়ানমার কাথলিক বিশপ সম্মিলনী ও মিয়ানমারের ১৬টি ধর্মপ্রদেশে কর্মরত ধর্মসংঘের সদস্যরা ক্যু পরবর্তী সময়ে শান্তির জন্য প্রার্থনা ও উপবাস দিবস পালন করেছে গত ৭ ফেব্রুয়ারি। দেশের শান্তির জন্য খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করতে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল এবং বিশেষ প্রার্থনা, উপবাস ও সংস্কারীয় আরাধনা করতে অনুরোধ করা হয়েছিল।

সে অভিযোগে সামরিক ক্যু করা হয় তার দিকে ইঙ্গিত করে ইয়াঙ্গুনের আর্চবিশপ কার্ডিনাল বো বলেন, নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকদের উপস্থিতিতে সংলাপের মাধ্যমে ভোটের অনিয়মের অভিযোগগুলো সমাধান করা যেত। দুঃখ প্রকাশ করে তিনি বলেন, একটি বড় সুযোগ নষ্ট হয়ে গেছে। যার ফলে বিশ্বনেতারা ক্যু'র করাকে নিন্দা জানাচ্ছেন ও জানাবেন। কার্ডিনাল বো-ও সামরিক অভ্যুত্থানের নিন্দা জানিয়ে আন সাং সু চি সহ আটককৃত সকলের মুক্তি দেওয়ার আহ্বান করছেন। সকলকে শান্ত থাকতে ও সহিংস না হতে অনুরোধ করেছেন। যাতে করে ভালবাসা, সত্য, ন্যায্যতা, শান্তি ও পুনর্মিলনের মধ্যদিয়ে সর্বজনীন মঙ্গল প্রতিষ্ঠা পায়।

এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ কাথলিক ডক্টরস (এবিসিডি)-এর নতুন কার্যকরী পরিষদ গঠন

ডা. নেলসন ফ্রান্সিস পালমা ■ বাংলাদেশের কাথলিক খ্রিস্টান চিকিৎসক ও মেডিকেল শিক্ষার্থীদের সংগঠন 'এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ ক্যাথলিক ডক্টরস (এবিসিডি)'- এর ৮ম বার্ষিক সাধারণ সভা গত ০৩ নভেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী (সিবিসিবি) সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ২৬ জানুয়ারি, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ এবিসিডি-র কার্যকরী পরিষদ নির্বাচন সিবিসিবি সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন এবিসিডির এড-হক কমিটির আহ্বায়ক ডা. এডুয়ার্ড পল্লব রোজারিও। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী (সিবিসিবি)-এর বর্তমান সেক্রেটারী জেনারেল, ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ, স্বাস্থ্য সেবা সম্পর্কিত এপিসকপাল কমিশন ও পরিবার জীবন পরিষদের চেয়ারম্যান বিশপ পনেন পল কুবি সিএসসি, স্বাস্থ্য সেবা সম্পর্কিত কমিশনের সেক্রেটারী মিসেস লিলি আন্তনীয়া গমেজ, এবিসিডি-র আধ্যাত্মিক উপদেষ্টা ফাদার লিন্টু কস্তা এবং অন্যান্য চিকিৎসক ও মেডিকেল শিক্ষার্থীবৃন্দ। সভাটি পরিচালনা করেন এবিসিডির এড-হক কমিটির সদস্য সচিব ডা. নেলসন ফ্রান্সিস পালমা। প্রার্থনা দিয়ে সভা শুরুর পর কোরাম পূর্তির ঘোষণা দেন ডা. নেলসন। সভায় আলোচ্য বিষয়গুলো অনুমোদন করা হয়। এরপর বক্তব্য রাখেন মিসেস লিলি, ফাদার লিন্টু এবং শেষে দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখেন বিশপ পনেন পল কুবি সিএসসি। এরপর সদস্য সচিবের রিপোর্ট পাঠ করেন ডা. নেলসন এবং আর্থিক বিবরণী পেশ করেন এড-হক কমিটির সদস্য ডা. ফ্রান্সিসকা রিনিক গমেজ। উভয় রিপোর্ট সভায় আলোচনার পর তা সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হয়। প্রসঙ্গত উলেখ্য যে এবিসিডি-র এড-হক কমিটি দায়িত্ব পালন করে ৩ নভেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ২৬ জানুয়ারি ২০২১ খ্রিস্টাব্দ সময়কালের জন্য। নির্বাচনের উদ্দেশে ৩ সদস্যবিশিষ্ট একটি নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয় যার প্রধান হিসেবে ছিলেন বিশপ পনেন পল কুবি, বাকি সদস্যরা ছিলেন মিসেস লিলি গমেজ ও ফাদার লিন্টু কস্তা। উক্ত কমিশনের পরিচালিত নির্বাচনের মাধ্যমে এবিসিডি-র নতুন কার্যকরী পরিষদ (২০২১-২০২৩) গঠিত হয়। নতুন কার্যকরী পরিষদের সদস্যরা হলেন- সভাপতি: ডা. এডুয়ার্ড পল্লব রোজারিও, সাধারণ সম্পাদক: ডা. নেলসন ফ্রান্সিস পালমা, কোষাধ্যক্ষ: ডা. ফ্রান্সিসকা রিনিক গমেজ, সদস্যগণ. ডা. আলবার্ট পবন রোজারিও ও ডা. সিলভিয়া স্যান্ড্রা রিবেরু। বিশপ পনেন নব নির্বাচিত সদস্যদের ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। নব নির্বাচিত সভাপতি ডা. পল্লব নির্বাচন কমিশনের সদস্যদের এবং উপস্থিত এবিসিডি'র সদস্য-সদস্যাদের ধন্যবাদ জানিয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে এবিসিডি সামনে আরো এগিয়ে যাবে এবং খ্রিস্টের আদর্শে মানবতার সেবায় ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য কাজ করে যাবে। এরপর বিশপ মহোদয় প্রার্থনা ও আশীর্বাদের মধ্য দিয়ে উক্ত বিশেষ সভা সমাপ্ত করেন॥

জাফলং ধর্মপল্লীতে পালকীয় পরিষদের বিশেষ সভা

ওয়েলকাম লম্বা ■ ২৪ জানুয়ারি, রবিবার, ২০২১ খ্রিস্টাব্দে সাধু প্যাট্রিকের গির্জা, জাফলং, সিলেট এ পালকীয় পরিষদের বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে জাফলং ধর্মপল্লীর ১জন ফাদার এবং ৩০ জন পালকীয় পরিষদের সদস্য-সদস্যা উপস্থিত ছিলেন। সকাল ১০:৩০ মিনিটে খ্রিস্টযাগের মধ্য দিয়ে সভা শুরু হয়। খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন জাফলং ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত ফাদার রনাল্ড গাব্রিয়েল কস্তা। তিনি বাণী পাঠের আলোকে সুন্দর উপদেশ প্রদান করেন। তিনি বলেন- মণ্ডলী হল আমার মণ্ডলী। মণ্ডলীর প্রতি, ঐশরাজ্য বিস্তারের ক্ষেত্রে আমাদের প্রত্যেকের অংশগ্রহণ প্রয়োজন। দীক্ষাস্নানের মধ্য দিয়ে আমরা সেই দায়িত্ব পেয়েছি। আমরা যেন আমাদের কথা, কাজ ও জীবনাচরণের মধ্য দিয়ে বাণী প্রচার করতে পারি। সেই সাথে তিনি পালকীয় পরিষদের এবং সকল খ্রিস্টভক্তদের আরও সক্রিয় ভাবে মণ্ডলীতে অংশগ্রহণ করার জন্যও অনুপ্রাণিত করেন। খ্রীস্টযাগের পর ওয়েলকাম লম্বা, পালকীয় পরিষদের সেক্রেটারী, কিভাবে মণ্ডলীকে আরও স্থানীয়ভাবে সহযোগিতা প্রদান করা যায়, কিভাবে আমরা মণ্ডলীতে অংশগ্রহণ করব, মণ্ডলী কি? সেই বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেন। ফাদার রনাল্ড কস্তা পালকীয় পরিষদের সদস্য-সদস্যাদের ধর্মপল্লীর প্রতি, মণ্ডলীর

প্রতি তাদের দায়িত্ব কর্তব্য কি সেই বিষয়ে সহজ সরল ভাষায় সহভাগিতা করেন। তার সহভাগিতা ছিল প্রাণবন্ত যা সবাইকে আরও সচেতন করেছে। যোশুয়া খংস্লিং খাসিয়া ভাষায় মণ্ডলীতে ভক্তজনগণের অংশগ্রহণ কেমন হওয়া উচিত? সেই বিষয়ে সহভাগিতা করেন। তার সহভাগিতার মধ্য দিয়ে মণ্ডলী সম্পর্কে তারা আরও আলোকিত হয়েছে। সহভাগিতার শেষে জাফলং ধর্মপল্লীর ২০২১ খ্রিস্টাব্দের সারা বছরের কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। সবকিছু সুন্দরভাবে করার জন্য জাফলং ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত ফাদার রনাল্ড গাব্রিয়েল কস্তা সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে দুপুর ১:৩০ মিনিটে এই বিশেষ সভা সমাপ্ত করেন॥

রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লীতে খ্রিস্টপ্রসাদীয় শোভাযাত্রা

ফাদার ফিলিপ তুষার গমেজ ■ গত ৩১ জানুয়ারি ২০২১ খ্রিস্টাব্দ রোজ রবিবার, রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লীতে খ্রিস্টপ্রসাদীয় শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। 'খ্রিস্টপ্রসাদ খ্রিস্টমণ্ডলীর প্রাণ' এই মূলভাবের উপর সহভাগিতা করেন ফাদার পিটার শ্যানেল গমেজ। ফাদার বিভিন্ন আশ্চর্য ঘটনার আলোকে খ্রিস্টপ্রসাদে যিশুখ্রিস্টের উপস্থিতি সমন্ধে সহভাগিতা করেন। এছাড়াও তিনি বলেন, 'যিশুখ্রিস্ট নিজের দেহ ও রক্ত আমাদের খাদ্য ও পানীয় হিসেবে দান করেছেন। যেন আমরা অন্তরে পরিতৃপ্ত ও আধ্যাত্মিক ভাবে বৃদ্ধি লাভ করতে পারি। খ্রিস্টপ্রসাদ আমাদের পরিপূর্ণ জীবন দান করে। খ্রিস্টপ্রসাদেই খ্রিস্টমণ্ডলী জীবন পায়। তাই খ্রিস্টপ্রসাদ খ্রিস্টমণ্ডলীর প্রাণ।' খ্রিস্টপ্রসাদীয় শোভাযাত্রায় ফাদারগণ, সিস্টারগণ ও খ্রিস্টভক্তগণ অংশগ্রহণ করেন। খ্রিস্টপ্রসাদীয় শোভাযাত্রায় বিভিন্ন ভাবে সাহায্য-সহযোগিতা ও অংশগ্রহণের জন্য রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার ভিনসেন্ট খোকন গমেজ সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান॥

সাধু ব্রাদার আন্দ্রে ব্যাসেটের পর্বীয় উৎসব উদ্‌যাপন

মাইকেল মধু মাডী ■ প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও পবিত্র ক্রুশ সংঘের ব্রাদারগণ 'সাধু ব্রাদার আন্দ্রে ব্যাসেটের পর্বীয় উৎসব গত ০৮ জানুয়ারি, ২০২১ তারিখে পবিত্র ক্রুশ প্রার্থীগৃহ, নারিন্দায় উদ্‌যাপন করে। যদিও উৎসবের আড়ম্বরতা ও লোক সমাগম করোনা মহামারীর কারণে তুলনামূলক কম ছিল! ব্রাদার সুবল লরেন্স রোজারিও সিএসসি সাধু যোসেফ সংঘের প্রদেশপাল, সিস্টার ভায়োলেট রড্রিক্স সিএসসি, সিস্টারদের সমন্বয়কারী এবং ফাদার জেমস্ ক্লেমেন্ট ক্রুশ, সিএসসি পবিত্র যিশু হৃদয় সংঘের প্রদেশপালসহ আরও কিছু সংখ্যক ফাদার, সিস্টার ও ব্রাদারদের উপস্থিতি অনুষ্ঠানটি তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে। প্রার্থীগণের

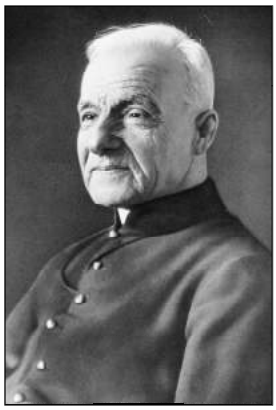

চমৎকার সাজসজ্জায় প্রার্থীগৃহটি নতুন রূপ লাভ করে। পবিত্র ক্রুশ সংঘের তিনটি শাখার সদস্যদের আগমনে অনুষ্ঠানটি উৎসবমুখর হয়ে ওঠে। বিকাল ৪ ঘটিকায় বিশেষ প্রার্থনার মাধ্যমে পর্বীয় অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। এর পর পরই ব্রাদার প্রদীপ প্লাসিড গমেজ সিএসসি, ব্রাদার আন্দ্রের জীবনের উপর সহভাগিতা করেন। সহভাগিতা শেষে, উপস্থিত সকলে শোভাযাত্রার মাধ্যমে পবিত্র খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করেন। ফাদার ভিনসেন্ট বিমল রোজারিও, সিএসসি পবিত্র খ্রিস্টযাগটি উৎসর্গ করেন। এর পর পরই প্রার্থীগণ এক মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। নাচ-গানে দিনটি আরও অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে। সাধু যোসেফের প্রতি সাধু ব্রাদার আন্দ্রে ব্যাসেটের ভক্তি ও বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে প্রার্থীগণ একটি নাটিকাও মঞ্চস্থ করেন। অবশেষে, আগত অতিথিদের প্রতি পবিত্র ক্রুশ প্রার্থীগৃহের পরিচালক ব্রাদার চয়ন ভিক্টর কোড়াইয়া সিএসসি এর ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটির সমাপ্তি হয়॥

ব্রাদার লিটন জেরম রোজারিও সিএসসি-এর পরলোকগমন

নিজস্ব সংবাদদাতা ■ গত ২৬ জানুয়ারি, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, আমাদের সকলের প্রিয় ব্রাদার লিটন জেরম রোজারিও সিএসসি দুরারোগ্য ক্যানসার রোগে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় পরলোকগত হয়েছেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিলো ৪১ বছর। পবিত্র খ্রিস্টযাগ অর্পণ করেন ঢাকা আর্চডাইওসিস এর আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই। উপস্থিত ছিলেন বিশপ পল পনেন কুবি ও বিশপ থিওটনিয়াস গমেজ সিএসসি। আরো উপস্থিত ছিলেন ফাদারগণ, ব্রাদার গণ, সিস্টারগণ, প্রয়াত ব্রাদার লিটন এর শ্রদ্ধেয়া মা, পরিবারবর্গ ও আত্মীয় স্বজন।

পবিত্র খ্রিস্টযাগে উপদেশে বিশপ বলেন, ব্রাদার লিটন ছিলেন একজন প্রভুভক্ত, প্রর্থনাশীল, ও শান্ত ব্রাদার। সাধু পল যেমন বলেন "আমরা বাঁচি বা মরি আমরা কিন্তু প্রভুরই" ব্রাদার লিটন তো প্রভুর জন্যই আজ তার অনন্ত ধামের বাসিন্দা হয়েছেন।

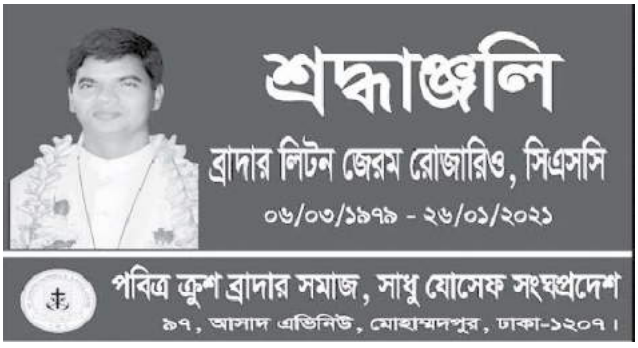

তিনি ছিলেন একজন আদর্শ পরিচালক। যিনি জীবনের বেশীর ভাগ সময়ই গঠন গৃহে কাজ করেছেন। পবিত্র খ্রিস্টযাগ শেষে সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্তানুষ্ঠানে শ্রদ্ধেয়া সিস্টার ভায়োলেট রড্রিক্স সিএসসি বলেন- ব্রাদার লিটন এর অকাল মৃত্যু যা মেনে নেওয়া কঠিন তার পরও এর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছা প্রকাশিত হয়েছে বলে বিশ্বাস করি। পবিত্র ক্রুশ ব্রাদাররা তিন জন গুণি ব্রাদারদের হারিয়েছেন। তাই আমরাও তাদের সাথে সমবেদনা প্রকাশ করি। শ্রদ্ধায় ফাদার জেমস্ ক্লেমেন্ট ক্রুজ সিএসসি বলেন- সমবেদনা প্রকাশ করি প্রয়াত ব্রাদার লিটন এর মা ও তার পরিবারবর্গ যেন এই কষ্ট সহ্য করতে পারেন, পিতা ঈশ্বর যেন তাদের সবাইকে সেই শক্তি ও সাহস দান করেন।

শ্যামল (ব্রাদার লিটন এর বড় ভাই) বলেন- আমাদের পরিবারে লিটন এসেছিলেন সবার শেষে কিন্তু চলে গেলেন সবার আগে লিটন কখনো কোন অভিযোগ বা ঈশ্বরকে কখনো দোষী করেন নি।

ব্রাদার সুবল লরেন্স রোজারিও সিএসসি বলেন- তিনি সবাইকে ধন্যবাদ জানান। যারা ব্রাদার লিটন এর জন্য প্রার্থনা ও সেবা করেছেন। পিতা ঈশ্বর ব্রাদার লিটনকে একটি নতুন দায়িত্ব দিয়েছেন যেন তিনি স্বর্গে গিয়ে সেই দায়িত্ব পালন করতে পারেন। পবিত্র আত্মা আসবেন ও আমাদের চালিত করবেন এই প্রার্থনা করি॥

ভুল সংশোধন

২০২১ এর সংখ্যা - ৩ এ সম্পাদকীয়তে প্রথম থেকে ৬ নং লাইনে **'৩২ জানুয়ারি'** এর স্থলে **'৩১ জানুয়ারি'** পড়তে হবে। অনাকাঙ্ক্ষিত এ ভুলের কারণে আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

- সম্পাদক

কাফরুল উপ-ধর্মপল্লীতে পবিত্র খ্রিস্টপ্রসাদ এবং হস্তার্পণ সংস্কার প্রদান অনুষ্ঠান

দুলাল গমেজ ■ বিগত ২৯ জানুয়ারি, শুক্রবার, কাফরুল উপ-ধর্মপল্লীতে মহাসমারোহে প্রথম পবিত্র খ্রিস্টপ্রসাদ এবং হস্তার্পণ গ্রহণকারী প্রার্থীরা, বিশপ ও ফাদারগণ শোভাযাত্রা সহকারে ধুপারতির মধ্য দিয়ে সকাল ১০টায় গির্জা গৃহে প্রবেশ করে। পবিত্র খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ এবং তাকে সহযোগিতা করেন স্থানীয় পাল-পুরোহিত ফাদার যাকোব স্বপন গমেজ। খ্রিস্টযাগে আরো উপস্থিত ছিলেন রমনা ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার বিমল ফ্রান্সিস গমেজ ও ফাদার প্যাট্রিক শিমন গমেজ, পরিচালক, পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারী, ঢাকা। খ্রিস্টযাগের উপদেশে বিশপ বলেন, সাক্রামেন্তের মধ্য দিয়ে একজন বিশ্বাসী খ্রিস্টীয় জীবনে প্রবেশ করে। পরিবারের দায়িত্ব তাদেরকে সেই বিশ্বাসের শিক্ষা দেওয়া।

খ্রিস্টযাগ শেষে প্রথম খ্রিস্টপ্রসাদ সংস্কার গ্রহণকারী ২১জন এবং হস্তার্পণ গ্রহণকারী ১৩জন ছেলেমেয়েকে বিশপ সার্টিফিকেট, ভক্তিপুষ্প প্রার্থনা বই ও রোজারীমালা উপহার দেন। সর্বোপরি, পাল-পুরোহিত ফাদার যাকোব স্বপন গমেজ অনুষ্ঠান সুন্দর ও স্বার্থক করার জন্য সাবইকে ধন্যবাদ জানান। স্বাস্থ্যবিধি মেনে প্রায় ৩০০জন খ্রিস্টভক্ত উক্ত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন॥

রমনা সাধু যোসেফের সেমিনারীতে নবীনবরণ

অর্নব জাস্টিন হালদার ■ গত ২৯ জানুয়ারি, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শুক্রবার রমনা সাধু যোসেফের সেমিনারীতে অত্যন্ত জাঁকজমক এবং আড়ম্বরে ৩৬ জন নবীন ভাই এবং নবাগত আধ্যাত্মিক পরিচালক ফাদার এলিয়াস মন্ডলকে বরণ করে নেওয়া হয়। উক্ত দিনটি নানা কার্যক্রমে সাজানো হয়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল, বিকালে প্রীতি ফুটবল ম্যাচের আয়োজন। যেখানে নবীন সেমিনারীয়ানদের বিপক্ষে পুরাতন সেমিনারীয়ান ভাইয়েরা অংশ নেয়। উক্ত দিন বিকাল ৬ টার সময় সেমিনারীর চ্যাপেলে বিশেষ খ্রিস্টযাগের আয়োজন করা হয়। খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ এবং তাকে সহযোগিতা করেন বিশপ থিয়োটোনিয়াস গমেজ সিএসসি এবং নবাগত আধ্যাত্মিক পরিচালক শ্রদ্ধেয় ফাদার এলিয়াস মন্ডলসহ আরও ৭ জন যাজক। খ্রিস্টযাগে বিশপ মহোদয় নবাগত সেমিনারীয়ানদের উদ্দেশে বলেন, "যেখানে শেষ হয়, আবার সেখান থেকেই শুরু হয়। যদিও তোমরা নতুন কিন্তু তোমাদের গঠন এবং শিকড় প্রবীণ। আমাদের অন্তরে ঈশ্বরের বাণীর শিকড় যত বেশি গভীর হবে, বাইরের দিকে তত বেশি বৃদ্ধি লাভ করবে। কাজেই আমরা আমাদের অন্তরে যিশুর বাণীর পরিবর্তে যেন অন্য কিছুকে স্থান না দেই।" খ্রিস্টযাগের পর পরই সকলে মিলে সান্ধ্যভোজে অংশ নেয়। সেমিনারীয়ানদের আনন্দ আরও দ্বিগুণ হয়ে যায়, যখন তারা দেখতে পেল, তাদের সাথে পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ বিজয় এন ডি' ক্রুজও অংশ নিয়েছেন। রাতের আহারের পর সাধু যোসেফ সেমিনারীর পরিচালক ফাদার মিল্টন যোসেফ রোজারিও সকল বিশপ এবং ফাদারগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সেমিনারীর আনন্দের সহভাগী হওয়ার জন্য। অতঃপর সেমিনারীর সাংস্কৃতিক কমিটির আয়োজনে ছিল এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। উক্ত অনুষ্ঠানে বাঙালির পরম্পরাগত ঐতিহ্যবাহী নিয়মে নবাগত আধ্যাত্মিক পরিচালক এবং নবীন ভাইদের ধুপ-চন্দন, রাখি বন্ধনী এবং মিষ্টি মুখের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে বরণ করে নেওয়া হয়। তারপর নাচে-গানে পুরো সময়টা উপভোগ্য করে তোলা হয়। সবশেষে, সেমিনারীর পরিচালক ফাদার মিল্টন যোসেফ রোজারিও সকলকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানিয়ে উক্ত দিনের কার্যক্রমের সমাপ্তি করেন। উল্লেখ্য, বর্তমানে মোট সেমিনারীয়ানদের সংখ্যা ৯১ জন ॥

রবিবাসরীয় *(৫ পৃষ্ঠার পর)*

চূর্ন-বিচূর্ন, ক্ষত-বিক্ষত জীবনটা সম্পূর্ণ আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নাও, তবুও তিনি এই জীবনটা নিয়ে আগের থেকে আরো সুন্দর, আরো অর্থপূর্ণ, উৎকৃষ্ট মানের কিছু করতে পারেন।

একটি প্রার্থনা দিয়ে শেষ করতে চাই- যা পাওয়া গিয়েছে একজন মৃত সৈনিকের পকেট থেকে।

"আমি চাইলাম ভাল স্বাস্থ্য, যেন মহত্তর কিছু করতে পারি, ঈশ্বর আমাকে দিলেন রুগ্ন স্বাস্থ্য যেন মঙ্গলজনক কিছু করতে পারি। আমি চাইলাম সম্পদ, যেন সুখী হতে পারি, ঈশ্বর দিলেন দারিদ্র, যেন আমি জ্ঞানী হতে পারি। আমি চাইলাম ক্ষমতা, যেন মানুষের সম্মান পেতে পারি, ঈশ্বর দিলেন দূর্বলতা যেন ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারি।" আমি যা চেয়েছি, তার কিছুই আমি পাইনি। তাই পার্থিব শূন্যতাই হল ঐশ পূর্ণতা।

একটি প্রার্থনা দিয়ে শেষ করতে চাই,

"আমি যা চেয়েছিলাম তার কিছুই পাইনি, যদিও ঐ সব কিছুই আমি মনে প্রাণে আশা করেছিলাম। আমার নিজেকে ছাড়া আমার অব্যক্ত প্রার্থনার সবগুলিই পূর্ণ হয়েছে। তাই সকল মানুষের মধ্যে আমি স্বার্থকভাবে প্রচুর আশীর্বাদিত হয়েছি॥" ■

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

০৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

ঢাকা ওয়াইডাব্লিউসিএ একটি অলাভজনক স্বেচ্ছাসেবী আন্তর্জাতিক নারী সংগঠন। এটি বাংলাদেশে প্রথম স্থানীয় ওয়াইডাব্লিউসিএ হিসেবে ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে থেকে "ভালবাসায় একে অপরের সেবা কর" এই মূলমন্ত্র নিয়ে কাজ করে আসছে। একটি ন্যায্য বৈষম্যহীন টেকসই শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনের লক্ষ্যে বিশেষতঃ সমাজের পিছিয়ে পড়া সুবিধা বঞ্চিত নারী, যুব নারী ও শিশুদের ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন কল্পে কাজ করে চলেছে।

ঢাকা ওয়াইডাব্লিউসিএ আগ্রহী, দক্ষ ও যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থীদের নিকট থেকে নিম্নলিখিত পদে আবেদন পত্র আহ্বান করা যাচ্ছেঃ

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	প্রধান দায়িত্ব ও কতর্ব্যসমূহ	শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
১.	প্রোগ্রাম অফিসার: সোস্যাল ডেভেলপমেন্ট	১ জন (নারী)	১. পরিকল্পনা অনুযায়ী কর্মসূচী প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করা। ২. কর্মসূচী সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে সার্বিক মনিটরিং এবং প্রতিবেদন প্রস্তুত করা। ৩. সরকারী ও সমমনা প্রতিষ্ঠানের সাথে নেটওয়ার্কিং ও পার্টনারশীপের মাধ্যমে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক বজায় রাখা।	১. যে কোনো স্বীকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে সমাজবিজ্ঞানে/ জেন্ডার স্টাডিজে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে। ২. বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থায় সংশ্লিষ্ট কাজে কমপক্ষে দুই (২) বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ৩. কম্পিউটার ব্যবহারে অভিজ্ঞ ও পারদর্শী হতে হবে।
২.	প্রোগ্রাম অফিসার: মার্কেটিং এ্যান্ড প্রমোশন	১ জন (নারী)	১. সংস্থার আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম পরিচালনা, পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন এবং প্রতিবেদন তৈরী করা। ২. প্রযুক্তিগত বিপননের মাধ্যমে আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা। ৩. কার্যক্রমের চ্যালেঞ্জ সমূহ সমাধান কল্পে কর্মীদের যথাযথ নির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান করা।	১. স্নাতক/ স্নাতকোত্তর, এমবিএ (মার্কেটিং)। ২. (২) বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ৩. সৃজনশীল কাজে অভিজ্ঞতা এবং সাংস্কৃতিকভাবে সমৃদ্ধ প্রার্থীরা অগ্রাধিকার পাবেন। ৪. কম্পিউটার ব্যবহারে অভিজ্ঞ ও পারদর্শী হতে হবে।
৩.	হোস্টেল সুপারিনটেন্ডেন্ট	১ জন (নারী)	১. হোস্টেল কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করা। ২. প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য কর্মীদের যথাযথ নির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান করা। ৩. বিভিন্ন ধরণের প্রতিবেদন প্রস্তুত করা।	১. যে কোনো স্বীকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে। ২. হোস্টেল সুপার হিসাবে অভিজ্ঞ প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। ৩. হোস্টেলে সার্বক্ষণিক থাকতে হবে।

প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী:

১. প্রার্থীকে আবেদন পত্রের সাথে পূর্ণাঙ্গ জীবন বৃত্তান্ত, সম্প্রতি তোলা এক কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি জমা দিতে হবে।
২. সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার মূল সনদ পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি, অভিজ্ঞতার সনদ পত্র, জাতীয় পরিচয় পত্র সংযুক্ত করতে হবে।
৩. বেতন/ভাতাদি প্রতিষ্ঠানের প্রচলিত নিয়মানুযায়ী প্রদান করা হবে।
৪. জীবন-বৃত্তান্তে দুইজন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির নাম, ঠিকানা ও টেলিফোন নাম্বার রেফারেন্স হিসেবে উল্লেখ করতে হবে। সম্পূর্ন আবেদনপত্র আগামী ১০ মার্চ,২০২১ খ্রিস্টাব্দ এর মধ্যে নিম্নে লিখিত ঠিকানায় প্রেরণ করতে হবে। (খামের উপর পদের নাম উল্লেখ করতে হবে)। কেবলমাত্র প্রাথমিকভাবে বাছাইকৃত প্রার্থীদের লিখিত/মৌখিক পরীক্ষার জন্য যোগাযোগ করা হবে।

YWCA

সাধারণ সম্পাদিকা
ঢাকা ওয়াইডাব্লিউসিএ
১০-১১, গ্রীণ স্কোয়ার, গ্রীণ রোড
ঢাকা-০১২০৫

বিজ্ঞ/৩৭/২১

ভালোবাসা – শ্রদ্ধায় – স্মরন (দ্বিতীয় বর্ষ)

প্রয়াত ইমেল্ডা গমেজ
জন্ম : ৩০ এপ্রিল ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ
মঠবাড়ী ধর্মপল্লী

মা, ক্যালেন্ডারের হিসেবে দুইটি বছর হলো তুমি আমাদের ছেড়ে চলে গেছ পরম পিতার আশ্রয়ে। কিন্তু ক্ষণের হিসেবে এ যেন অন্তহীন ক্ষণ। প্রতিটি মুহূর্তে তোমার না থাকা আমাদের সবাইকে পিষ্ট করে কষ্টের যাতাকলে। তুমিহীন আমাদের সর্বদা কোলাহল, আনন্দে মুখরিত বাড়িটি যেন আজ শুনসান নিরবতায় স্তব্ধ এক কুঠির। আমাদের নতুন বাড়িতে আসার জন্যে তোমার কেন যে সেই ব্যাকুলতা ছিল তা আজ বুঝতে পারি। মাত্র কয়েকটা মাস তুমি মহা আনন্দে কাটিয়েছো তোমার নতুন কুঠিরে। আর এখন চিরনিদ্রায় ঘুমিয়ে আছো তোমার বাড়ি ছেড়ে!। তুমিহীন আমরা আট ছেলেমেয়ে এখন অনেকটাই দীশাহীন। তোমার আদর্শ, শিক্ষা আমাদের আগামী দিনের পথ চলতে প্রেরণা। তোমার আদরের নিলাদ্রী বুড়ি ও নাতী নাতনীরাও তোমাকে খোঁজে ফিরে সর্বক্ষণ। আর তুমিহীন বাবা হালভাঙ্গা নাবিকের মতো খোঁজে ফিরে তোমায়। প্রার্থনা করি তুমি পরম পিতার আশ্রয়ে ভালো থাকো। আর আমাদের আশীর্বাদ করো যেন তোমার নীতি আদর্শ ধারণ করে থাকতে পারি।

তোমার ভালবাসার – প্রিয়জন ও সন্তানেরা
শীলা-প্রয়াত গোলাপ, শ্যামল-আসন্তা, শ্যালন-দিপক, স্বপ্না-প্রয়াত ডেভিড, শিপ্রা-বাবলু, স্মৃতি-সঞ্জীব, সুব্রত-রীমা ও শিরিন তুষার
স্বামী : আলফ্রেড রোজারিও

স্মরণে তোমায়

প্রয়াত ডেভিড যোসেফ রোজারিও
জন্ম : ৩০ জুলাই, ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ
বাঁশবাড়ি, মঠবাড়ী ধর্মপল্লী

প্রিয় বাপি,

অনেকদিন হয় তোমাকে দেখিনা। সতেরটি বছর কিভাবে কেটে গেলো বলতো। দিনবদলের সাথে সাথে পরিবর্তন হয়েছে সবকিছুই কিন্তু তোমাকে হারোনোর কষ্টটা আজও একই রকম। ছোট্ট সিনড্রেলা কত বড় হয়ে গেছে জানো বাপি। সৌমিততো দিন দিন অবিকল তোমারই মত দেখতে হচ্ছে। তুমি চলে যাওয়ার পর থেকে মা একা হাতে আমাদের আগলে রেখেছে পরম মমতায়, বটগাছের মত দিয়ে যাচ্ছে ছায়া। বড্ড অসময়ে, বিনা নোটিশে চলে গেলে তুমি বাপি। তুমি ছাড়া পারিবারিক কোন অনুষ্ঠান যে আর আগের মত পরিপূর্ণতা পায়না। ভীষণ কষ্ট হয় জানো বাপি ২০০৪ খ্রিস্টাব্দের ১৫ ফেব্রুয়ারির কথা মনে পড়লে। ভীড় সরিয়ে যখন আমাদের দখতে হল তোমার মৃতদেহ।

বাপি, দূর থেকেই আমাদের পাশে থেকো আর আশির্বাদ কর যেন মানুষের মত মানুষ হতে পারি। তোমার দেখানো আলোই যেন হয় আমাদের পথ চলার হাতিয়ার।

শোক সংবাদ

মিস লুসী রড্রিকস্

জন্ম: ০৪ ডিসেম্বর ১৯২৩

মৃত্যু: ৩১ জানুয়ারী ২০২১

গ্রাম : নাগরী, ধর্মপল্লী : নাগরী

জেলা : গাজীপুর।

নাগরী ধর্মপল্লীর নাগরী গ্রামের নাইট ভিনসেন্ট রড্রিকস্ এর ছোট বোন **মিস লুসী রড্রিকস্** গত ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ রোববার বিকাল ৩.১৫ মিনিটে পরম করুণাময় সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দিয়ে সকল প্রিয়জনদের মায়ার বাঁধন ছিন্ন করে ইহলোক ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৯৭ বছর ২ মাস।

স্বর্গীয় মিস লুসী রড্রিকস্ বিগত কয়েক বছর যাবৎ বার্ধক্যজনিত বিভিন্ন রোগে ভুগলেও হাঁটাচলা করতে পারতেন, এমনকি তার স্মরণ, শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তিও ছিল প্রখর। গত চার মাস যাবৎ তিনি বেশী রকম অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিলেন। প্রয়াতঃ লুসী রড্রিকস্ প্রায় ৪০ বছর সালেশিয়ান সিস্টারদের দ্বারা পরিচালিত ময়মনসিংহের হলি ফ্যামিলী স্কুলে শিক্ষকতা করে ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে অবসর গ্রহণ করেন। তখন থেকে তিনি নাগরীর বাড়িতে ভাইদের পরিবারের সাথে ছিলেন।

মিস লুসী রড্রিকস্ ছিলেন সহজ সরল জীবন যাপনকারী এক প্রার্থনাশীল নারী। তার ছিল অবিচল ধর্মবিশ্বাস, কুমারী মারীয়া ও সাধু আন্তনীর প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা-ভক্তি। গরীব দুঃখী মানুষের জন্য তার অন্তর ছিল উদারতায় পরিপূর্ণ। নিজের জন্য তিনি কখনও কারও কাছে কিছু চাইতেন না। ভালোবেসে তাকে যারা যা দিতো তা তিনি গরীব অভাবী মানুষদের গোপনে দান করে দিতেন। বড় ভাই নাইট ভিনসেন্ট যে ছাপানো প্রভুর প্রার্থনা মানুষের মাঝে বিলি করতেন তা তিনি গত ২০ বছর বিলি অব্যাহত রেখেছিলেন।

তার আত্মার মঙ্গলের জন্য পরিবারের পক্ষ থেকে সবার কাছে প্রার্থনার আবেদন রাখছি।

ভাইঝি-ভাইস্তি ও নাতি-নাতনীগণ

বিজ্ঞ/৩৩/২০২১

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা,

আপনি কি সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র একজন নিয়মিত গ্রাহক হতে চান? সাপ্তাহিক প্রতিবেশী দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যকে লালন করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গড়ে তুলেছে 'প্রতিবেশী পরিবার'। প্রতিবেশী পরিবারের সদস্য হওয়ার জন্য আপনাকে স্বাগত জানাই।

-ঃ গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী ঃ-

- বছরের যে কোন সময় পত্রিকার গ্রাহক হওয়া যায়।
- গ্রাহক চাঁদা অগ্রিম পরিশোধ করতে হবে। গ্রাহক চাঁদা মানি অর্ডার যোগে অথবা সরাসরি অফিসে এসে পরিশোধ করা যাবে। মনে রাখবেন, টাকা পাওয়া মাত্রই আপনার ঠিকানায় পত্রিকা পাঠানো শুরু হবে।
- চেকে (Cheque) চাঁদা পরিশোধ করতে চাইলে THE PRATIBESHI নামে চেক ইস্যু করুন।
- গ্রাহকের পুরো নাম-ঠিকানা স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠাতে হবে। স্থান পরিবর্তনের সাথে সাথেই তা আমাদের জানাতে হবে।

ডাক মাসলসহ বার্ষিক চাঁদা

বাংলাদেশ	৩০০ টাকা
ভারত	ইউএস ডলার ১৫
মধ্যপ্রাচ্য/এশিয়া	ইউএস ডলার ৪০
ইউরোপ/যুক্তরাজ্য/যুক্তরাষ্ট্র/অস্ট্রেলিয়া	ইউএস ডলার ৬৫

লেখা আহ্বান

তপস্যাকালের সংখ্যার জন্য

সম্মানিত পাঠক ও লেখকবৃন্দ 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা নিবেন। ১৭ ফেব্রুয়ারি ভস্ম বুধবারের মধ্য দিয়ে শুরু হচ্ছে তপস্যাকাল। এই সময়কালের বিভিন্ন চিন্তা-চেতনা ও অনুপ্রেরণা নিয়ে আপনার লেখাটি শিঘ্রই পাঠিয়ে দিন।

পুনরুত্থান সংখ্যার জন্য

আমরা অতি আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, প্রতিবারের ন্যায় এবারও **'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'** পুনরুত্থান পর্ব উপলক্ষে প্রকাশ করতে যাচ্ছে বিশেষ সংখ্যা। তাই আপনার বিষয়ভিত্তিক প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, উপন্যাস, কলাম, ছোটদের আসর (অংকিত ছবি, গল্প, ছড়া, কবিতা ইত্যাদি), সাহিত্য মঞ্জুরি, খোলা জানালা, পত্রবিতান, মতামত আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিবেন **২১ মার্চ -এর মধ্যে।** উক্ত তারিখের পরে কোন লেখা গ্রহণ করা হবে না। আপনাদের লেখা দিয়েই সুন্দর ও সৃষ্টিশীল পুনরুত্থান সংখ্যা সাজিয়ে তোলা হবে।

যারা ডাকযোগে এবং ই-মেইল-এ লেখা পাঠাবেন অবশ্যই 'পুনরুত্থান সংখ্যা, বিভাগ... লিখতে ভুলবেন না। ই-মেইল-এ পাঠালে Sutonny ফন্ট এবং Windose 97-এ কনভার্ট করে ই-মেইল এর বিষয় অবশ্যই 'পুনরুত্থান/Easter Writing's লিখবেন। লেখা প্রকাশের অধিকার একমাত্র সম্পাদক কর্তৃক সংরক্ষিত।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা :

wklypratibeshi@gmail.com

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.wklypratibeshi.org

\- সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ ৮১ ❖ সংখ্যা - ০৫
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 05
Regd. No. DA-33
❖ 14 - 20 February, 2021, ১ - ৭ ফাল্গুন, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

৩৮ তম মৃত্যু বার্ষিকী

প্রয়াত রাফায়েল রিবেরু
জন্ম : আগস্ট ১৭, ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ফেব্রুয়ারি ১৮, ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দ
রাঙ্গামাটিয়া

'নয়ন সম্মুখে তুমি নাই
নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই'

আমরা কেউ তোমাকে এখনও ভুলতে পারিনি। তোমার আদর্শ, খ্রিস্টীয় গঠন ও জীবনযাপনের কথা আজও আমরা মনে রেখেছি। তুমি ছিলে অতীব ন্যায়পরায়ণ, সুবিচারক, ত্যাগী, কর্মঠ, অধ্যবসায়ী, কর্তব্যনিষ্ঠ, প্রার্থনাপূর্ণ ধার্মিক। তোমার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তোমার সন্তানেরা আজ প্রভুর দ্রাক্ষাক্ষেত্রে সেবার কাজে নিয়োজিত।

তোমার সাথে একাত্ম হয়ে স্বর্গসুখ পেতে আমাদের ঠাকুমা-ও চলে গেছে তোমার সাথে পরম পিতার কাছে।

স্বর্গ থেকে আমাদের আশীর্বাদ করো যেন তোমার আদর্শে (ধার্মিকতা, বিশ্বস্ততা, নম্রতা ও ন্যায়পরায়ণতা) আমরা এই পৃথিবীতে জীবনযাপন করতে পারি।

ঈশ্বর তোমাকে চিরশান্তি দান করুন।

তোমারই
শোকার্ত পরিবারবর্গ
প্রিয়ন্তি, প্রসিত, রনব সহ সকল
নাতি-নাতনীরা এবং তিন ফাদার, তিন সিস্টারসহ সকল সন্তানেরা।

বিজ্ঞ/৩১/২০২১

বিজ্ঞপ্তি

NOTRE DAME COLLEGE
DILIGITE (LUMEN) SAPIENTIAE
MYMENSINGH

"ক্যান্টিন ভাড়া দেওয়া হবে"

নটর ডেম কলেজ ময়মনসিংহ

নটর ডেম কলেজ ময়মনসিংহ-এর **কলেজ ক্যান্টিন** ভাড়া দেওয়া হবে। আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র এবং ১ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবিসহ নিম্নের ঠিকানায় যোগাযোগ করতে বলা হচ্ছে।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন:

ফাদার হিউবার্ট পালমা সিএসসি
মোবাইল নম্বর: ০১৮১৪৬৩৩১১১
e-mail: frpalmacsc@gmail.com
নটর ডেম কলেজ ময়মনসিংহ
পি.ও বক্স - ৩৬, বাড়েরা, বাইপাস মোড়, সদর, ময়মনসিংহ-২২০০

বিজ্ঞ/৩৬/২১

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org